বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০২৪
(২০২৪ সনের ----- নং আইন)

DRAFT

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
প্রাথমিক বিষয়াদি

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। প্রয়োগ
৪। অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য

দ্বিতীয় অধ্যায়
কমিশন প্রতিষ্ঠা ও গঠন

৫। কমিশন প্রতিষ্ঠা ও কমিশনের কার্যালয় ইত্যাদি
৬। কমিশনের গঠন
৭। কমিশনারগণের নিয়োগ ও মেয়াদ
৮। কমিশনারগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
৯। প্রধান নির্বাহী
১০। কমিশনের সভা
১১। কমিটি
১২। কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি
১৩। কমিশনের সচিব, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, প্রেষণ ও কমিশন বহির্ভূত চাকুরি ইত্যাদি

তৃতীয় অধ্যায়
কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৪। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তহবিল
১৫। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল
১৬। বার্ষিক বাজেট বিবরণী
১৭। কমিশন প্রদত্ত সেবার চার্জ ইত্যাদি
১৮। কর অব্যাহতি
১৯। বকেয়া আদায়
২০। হিসাব ও নিরীক্ষা
২১। প্রতিবেদন

চতুর্থ অধ্যায়
সাধারণ উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও দায়িত্ব

২২। কমিশনের সাধারণ (Broad) উদ্দেশ্যসমূহ
২৩। কমিশনের দায়িত্ব
২৪। কমিশনের ক্ষমতা ও ক্ষমতা অর্পণ
২৫। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও সরকারের ক্ষমতা

পঞ্চম অধ্যায়
টেলিযোগাযোগ ইত্যাদির লাইসেন্স

DRAFT

২৬। টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট ইত্যাদির জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা
২৭। লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি ও লাইসেন্স নবায়ন
২৮। লাইসেন্সের শর্তাবলি ও উহার সংশোধন
২৯। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের অনুমতিদানের উপর বাধা-নিষেধ
৩০। লাইসেন্সধারীর দায় সীমিতকরণের ক্ষেত্রে সরকারের এখতিয়ার
৩১। পথাধিকার (Right of Way) ইত্যাদি
৩২। লাইসেন্স স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ
৩৩। আন্তঃসংযোগ (Interconnection)

ষষ্ঠ অধ্যায়
ট্যারিফ, চার্জ ইত্যাদি

৩৪। সরকার কর্তৃক ট্যারিফ নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়ন ও এর আলোকে কমিশন কর্তৃক ট্যারিফ অনুমোদন
৩৫। বৈষম্যমূলক চার্জ নিষিদ্ধ

সপ্তম অধ্যায়
টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সেবার মান ইত্যাদি

৩৬। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সেবার মান
৩৭। উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিরর বিকাশ- রেগুলেটরী স্যান্ডবক্স
৩৮। ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা (Interference) অনুসন্ধান ইত্যাদি
৩৯। টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও টেলিযোগাযোগ পরিষেবার সুরক্ষা

অষ্টম অধ্যায়
বেতার যোগাযোগ ও স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা

৪০। বেতার যন্ত্রপাতির জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা, এখতিয়ার, পদ্ধতি ইত্যাদি
৪১। স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪২। বেতার যোগাযোগ (Radiocommunication) গবেষণা এবং কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ
৪৩। তরঙ্গ পরিবীক্ষণ এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির নির্গমন ও নিয়ন্ত্রণ

নবম অধ্যায়
গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি

৪৪। গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত বিধান এবং গ্রাহক স্বার্থ

দশম অধ্যায়
পরিদর্শন, বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন, নিষেধাজ্ঞা ও প্রশাসনিক জরিমানা

৪৫। পরিদর্শক নিয়োগ, পরিদর্শকের ক্ষমতা, প্রত্যয়নপত্র বা প্রতিবেদনের প্রাথমিক সত্যতা
৪৬। বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ ইস্যুকরণ এবং উহার লংঘনের দন্ড
৪৭। চলিত বা সম্ভাব্য লংঘনের ক্ষেত্রে কমিশনের নিষেধাজ্ঞা
৪৮। প্রশাসনিক জরিমানা

একাদশ অধ্যায়
অপরাধ, দন্ড, তদন্ত ও বিচার

DRAFT

৪৯। বেতার ও টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে মিথ্যা বার্তা ইত্যাদি প্রেরণের দণ্ড
৫০। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির পরিপন্থী কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনার দণ্ড
৫১। বেতার যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দণ্ড
৫২। কর্মচারী কর্তৃক টেলিযোগাযোগ বা বেতার যন্ত্রপাতি অপব্যবহারের দণ্ড
৫৩। অশ্লীল, অশোভন ইত্যাদি বার্তা প্রেরণের দণ্ড
৫৪। টেলিফোনে বিরক্ত করার দণ্ড ইত্যাদি
৫৫। টেলিফোনে আড়িপাতার দণ্ড
৫৬। যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন, অনুপ্রবেশ, অবৈধ অবস্থান, পরিচালন কার্যে বাধা দান ইত্যাদির দণ্ড
৫৭। অন্যান্য অপরাধ ও দণ্ড
৫৮। অপরাধ সংঘটনে সহায়তা, প্ররোচনা ইত্যাদির দণ্ড
৫৯। প্রবিধানে অপরাধ, দণ্ড, ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিধান
৬০। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন
৬১। অপরাধের বিচার
৬২। অপরাধের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের এবং তদন্ত পদ্ধতি
৬৩। ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ
৬৪। মামলা পরিচালনা
৬৫। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বাজেয়াপ্তকরণ
৬৬। আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন, ইত্যাদি
৬৭। বার্তার অবৈধ প্রকাশ সম্পর্কে দেওয়ানী মামলা ও অন্যান্য প্রতিকার লাভের অধিকার

দ্বাদশ অধ্যায়
তথ্য প্রবাহ

৬৮। কমিশনের নিকট হিসাব ও তথ্য সরবরাহ
৬৯। তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও গোপনীয় তথ্যাদি
৭০। গণশুনানী ও উহার পদ্ধতি
৭১। গণশুনানীতে সাক্ষ্য প্রদান এবং সাক্ষী তলব

এয়োদশ অধ্যায়
বিবিধ

৭২। জনসেবক
৭৩। দায়মুক্তি
৭৪। বেতার যন্ত্রপাতি, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি অধিগ্রহণ
৭৫। জরুরি পরিস্থিতিতে সরকারের অগ্রাধিকার
৭৬। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে বিশেষ বিধান
৭৭। সাক্ষ্যমূল্য
৭৮। ধারা ৭৬ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ড
৭৯। বিধি প্রণয়নে সরকারের ক্ষমতা
৮০। প্রবিধান প্রণয়নে কমিশনের ক্ষমতা
৮১। জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা
৮২। আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ
৮৩। হেফাজত

DRAFT

ঢাকা, ------ -----, ২০২৪/ ---------

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০৬, ২০১০) রহিতক্রমে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০৬, ২০১০) (২০০১ সালের ১৮ নং আইন, ২০০৬ সালের ৭ নং আইন ও ২০১০ সালের ৪১ নং আইন,) রহিতক্রমে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কতিপয় ক্ষমতা, কার্যাবলি ও দায়িত্ব কমিশনের নিকট হস্তান্তর এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে নূতনভাবে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রাথমিক বিষয়াদি

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই আইন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই আইনে-

(১) "আগ্রহী পক্ষ" অর্থ বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী বা লাইসেন্সের আওতায় গৃহীতব্য অন্য কোনো কর্মকান্ড সম্পর্কে আগ্রহী কোনো ব্যক্তি;

(২) "আন্তসংযোগ (Interconnection)" অর্থ একাধিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের দৃশ্য (Physical) বা অদৃশ্য বা যৌক্তিক (Logical) সংযোগ যাহার ফলে এইরূপ একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীগণ তাহাদের নিজেদের মধ্যে বা অন্য কোনো নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীগণের সহিত যোগাযোগ করিতে বা উক্ত অন্য নেটওয়ার্কের সেবা পাওয়ার সুযোগ লাভ করিতে পারে;

(৩) "কমিশন" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন;

(৪) "কমিশনার" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো কমিশনার;

(৫) "কর্মচারী" বলিতে কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত;

(৬) "ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা" অর্থ নির্গমন (Emission), বিকিরণ (Radiation) বা আবেশের (Induction) ফলে সৃষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির এমন বিরূপ প্রভাব যাহা-

(ক) বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যবহার বা কার্যক্ষমতাকে বিপন্ন করে; অথবা

(খ) বেতার যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা কার্যক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস বা বাধাগ্রস্ত অথবা উক্ত ব্যবহারে বা কার্যক্ষমতায় বিচ্যুতি ঘটায়;

(৭) "কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ" অর্থ ৪২ ধারার অধীনে কমিশন প্রদত্ত কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ;

(৮) "গ্রাহক" অর্থ যে ব্যক্তি কোনো পরিচালনকারীর নিকট হইতে টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ করেন;

(৯) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(১০) "চার্জ" অর্থ এই আইনের অধীনে কমিশন বা পরিচালনকারী প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রদেয় চার্জ;

(১১) "টেলিযোগাযোগ" অর্থ কোনো কথা (Speech), শব্দ (Sound), চিহ্ন, সংকেত, লেখা, দৃশ্যমান প্রতিকৃতি বা অন্যবিধ যে-কোনো ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিব্যক্তিকে তড়িৎ, চুম্বক-শক্তি, তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি, তড়িৎ-রাসয়নিক বা তড়িৎযান্ত্রিক শক্তি ব্যবহারক্রমে তার, নল, বেতার অপটিক্যাল বা অন্য কোনো তড়িৎ-চুম্বকীয় বা তড়িৎ-রাসায়নিক বা তড়িৎ-যান্ত্রিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেরণ ও গ্রহণ;

(১২) "টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি" অর্থ-টেলিযোগাযোগ অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এইরূপ কোনো কিছুকে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে প্রেরণ বা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত যে-কোনো যন্ত্রপাতি;

(১৩) "টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা" অর্থ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির সমন্বিত রূপ (যেমন সুইচিং ব্যবস্থাদি, প্রেরণ যন্ত্রপাতি, প্রান্তিক যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি), এই সকল যন্ত্রপাতি দৃশ্যতঃ পরস্পর সংযুক্ত থাকুক বা না থাকুক বা উহারা একযোগে তথ্য বা বার্তা প্রেরণের কাজে ব্যবহৃত হউক বা না হউক;

(১৪) "টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক" অর্থ এমন একগুচ্ছ সংযোগস্থল (Node) এবং সংযোগ লাইন (Link) এর সমাহার যাহা দুই বা ততোধিক অবস্থানের মধ্যে টেলিযোগাযোগ স্থাপন করে;

(১৫) "টেলিযোগাযোগ সেবা" অর্থ নিম্নবর্ণিত যে-কোনো সেবা:-

(ক) টেলিযোগাযোগ অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এমন কোনো কিছুকে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে প্রেরণ বা গ্রহণ;

(খ) টেলিযোগাযোগ সেবার সম্প্রসারিত সেবা (Value Added Service - যেমন, ফ্যাক্স, ভয়েস মেইল, পেজিং সার্ভিস, ইত্যাদি);

(গ) ইন্টারনেট সেবা;

(ঘ) উপরে (ক) (খ) ও (গ) তে বর্ণিত সেবা ব্যবহারের সুবিধার্থে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত অবগতিমূলক বা নির্দেশনামূলক তথ্যাদি সরবরাহ করা;

(ঙ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত বা সংযোজিতব্য যন্ত্রপাতি স্থাপন বা রক্ষণাবেক্ষণ, অথবা উক্ত যন্ত্রপাতির সমন্বয় সাধন, পরিবর্তন, মেরামত, স্থান পরিবর্তন বা স্থলাভিষিক্তকরণ সংক্রান্ত সেবা;

(১৬) "ট্যারিফ" অর্থ এই আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধীনে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বা ধারা ৩৪ তে উল্লিখিত ট্যারিফ;

(১৭) "প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি" অর্থ বেতার যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্য এমন যন্ত্রপাতি বা কৌশল যাহা বেতার যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা করিতে সক্ষম;

(১৮) "পরিদর্শক" অর্থ ধারা ৪৫ এর অধীনে পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(১৯) "পরিচালনকারী (Operator)" অর্থ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনের জন্য, বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য বা এই ধরনের একাধিক কাজের সমন্বিত ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি;

(২০) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান;

(২১) "প্রশাসনিক জরিমানা" অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এইরূপ জরিমানা যাহা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নহে বা আরোপিত নহে;

(২২) "পারমিট" অর্থ কোনো পরিচালনকারীর লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা প্রদানের কোনো স্থাপনা, যন্ত্রপাতি বা সুবিধা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফিস বা অন্য কোনো ধরনের মূল্য বা সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্যবহারের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি;

(২৩) "প্রান্তিক যন্ত্রপাতি" অর্থ এমন টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি যাহা টেলিযোযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সেবার গ্রহীতা কর্তৃক বার্তা বা তথ্য প্রেরণ বা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়;

(২৪) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(২৫) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২৬) "ব্যক্তি" শব্দের আওতায় কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তি স্বত্বাবিশিষ্ট একক ব্যক্তি (Individual), অংশীদারী কারবার, সমিতি, কোম্পানি, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি, এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Body) অন্তর্ভুক্ত;

(২৭) "বেতার যন্ত্রপাতি" অর্থ বেতার (Radio Apparatus) যোগাযোগে ব্যবহারের উপযুক্ত কৌশল বা এইরূপ একাধিক কৌশলের সমন্বয়;

(২৮) "বেতার যোগাযোগ বা রেডিও (Radio Communication or Radio)" অর্থ কোনো কৃত্রিম দিক নির্দেশক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে ৩০০০ গিগাহার্জ (GHz) অপেক্ষা কম ফ্রিকোয়েন্সির বেতার তরঙ্গের (Radio Wave) সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের উপরে কোনো চিহ্ন, সংকেত, ছবি, প্রতিকৃতি, প্রতীক বা শব্দের নির্গমন, প্রেরণ বা গ্রহণ;

(২৯) "মন্ত্রী" অর্থ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(৩০) "মন্ত্রণালয়" অর্থ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ;

(৩১) "লাইসেন্স" অর্থ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালন বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান অথবা উক্ত ব্যবস্থা, সেবা পরিচালন বা সংরক্ষণের জন্য অথবা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কমিশন কর্তৃক এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স। এছাড়াও এ আইনের অধীনে ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রেশন সনদ বা অনুমতি বা অনাপত্তি বা দলিল বা অন্য যে-কোনো নামেই উহা অভিহিত হউক না কেন তা লাইসেন্স এর মর্যাদাসম্পন্ন হইবে।

(৩২) ''সরকার'' অর্থ বিটিআরসি এর নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ;

(৩৩) "সম্প্রচার" অর্থ বেতার তরঙ্গ, কৃত্রিম উপগ্রহ, তার (Cable) বা অপটিক্যাল ফাইবার এর সাহায্যে এমন বার্তা, তথ্য, সংকেত, শব্দ, প্রতিকৃতি বা বুদ্ধিভিত্তিক অভিব্যক্তি প্রেরণ যাহা জনসাধারণ কর্তৃক গ্রহণের জন্য প্রেরিত, তবে ইন্টারনেট যোগাযোগের মাধ্যমে কোনো কিছু প্রেরণকে সম্প্রচার বলিয়া গণ্য করা যাইবে না;

(৩৪) "স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি" অর্থ এই আইনের ৪১ ধারার অধীন গঠিত স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(৩৪) "সর্বজনীন সেবা" অর্থ বাংলাদেশের যে-কোনো স্থানে অবস্থানরত বা যে-কোনো পেশায় কর্মরত প্রত্যেক বাংলাদেশী নাগরিককে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান।

৩। প্রয়োগ।- (১) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) কোনো স্থলযান, জলযান, আকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ;

(খ) বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমার (Territorial Waters) মধ্যে অবস্থিত কোনো মঞ্চ, রিগ বা অন্যবিধ স্থাপনা, যাহা উক্ত সমুদ্রসীমার মধ্যে বা পানির নীচে মাটির সহিত সংযুক্ত:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশী স্থলযান, জলযান, আকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যাপারে বাংলাদেশ কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বা অনুরূপ ব্যবস্থায় পক্ষভুক্ত থাকিলে উক্ত চুক্তি বা ব্যবস্থা সাপেক্ষে এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

(গ) বহির্বিশ্ব হইতে বাংলাদেশে বা বাংলাদেশ হইতে বহির্বিশ্বে প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সেবা;

(ঘ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওভার-দ্যা-টপ (ওটিটি) পরিষেবা ও সেলব্রডকাস্টিং ভিত্তিক সকল ধরনের সেবা এবং উক্ত সেবা প্রদানকারী;

(ঙ) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেন যাহা বাংলাদেশে করিলে এই আইনের অধীন দন্ডযোগ্য হইত, তাহা হইলে এই আইন এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন অপরাধটি তিনি বাংলাদেশেই করিয়াছেন;

(চ) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা যন্ত্রপাতি, বা বেতার ব্যবস্থা বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলী এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল;

(ছ) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল;

(২) এই আইন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না:-

(ক) কোনো কিছু সম্প্রচার;

(খ) বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র বা টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র বা উক্ত কেন্দ্রের জন্য লাইসেন্স প্রদান;

(গ) সম্প্রচার যন্ত্রপাতি, বা সম্প্রচারিত তথ্য বা বার্তা বা অনুষ্ঠানের গ্রাহক যন্ত্রপাতি, বা এইরূপ যন্ত্রপাতির ব্যবসা বাণিজ্য:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে:

(অ) এইরূপ বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র বা টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র বা সম্প্রচার যন্ত্রপাতির জন্য ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ বা বরাদ্দকৃত ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ;

(আ) সম্প্রচার যন্ত্রপাতির সহিত, বা সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে, টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহার।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণি বা বিশেষ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি বা কোনো বিশেষ সেবাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানের সকল বা যে-কোনো বিধানের কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারে।

(৪) এই আইন প্রবর্তনের সাথে সাথেই Telegraph Act, 1885 (Act XIII of 1885) এবং Wireless Telegraphy Act, 1933 (Act XVII of 1933), রহিত হইবে। উক্ত রহিতকরণ সত্ত্বেও এই আইনের অধীন কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উপর্যুক্ত দুইটি আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা অন্যান্য নিয়মাবলি বা উহাদের অধীন প্রদত্ত বা জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা, এই আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োগ করা যাইবে, যে পর্যন্ত উক্ত বিধি, প্রবিধান, নিয়মাবলি, আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনার প্রয়োগ কমিশন কর্তৃক রহিত না করা হয়।

৪। অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য।- অন্যান্য আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কমিশন প্রতিষ্ঠা ও গঠন

৫। **কমিশন প্রতিষ্ঠা ও কমিশনের কার্যালয় ইত্যাদি।-** (১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ও অধিকারে রাখার, হস্তান্তর করার, চুক্তিসম্পাদন এবং এই আইন অনুসারে অন্যান্য কার্যসম্পাদন করার ও উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার এই সংস্থার থাকিবে, উহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের সাধারণ সীলমোহর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকৃতির এবং বিবরণ সম্বলিত হইবে; উহা চেয়ারম্যানের হেফাজতে থাকিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান এবং অপর একজন কমিশনারের উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোনো দলিলে সাধারণ সীলমোহর লাগানো যাইবে না এবং তাহাদের উপস্থিতির প্রতীক হিসাব তাহারা সীলযুক্ত দলিলটিতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৪) কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, তবে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে, দেশের যে-কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। কমিশনের গঠন।- (১) কমিশন ৫ (পাঁচ) জন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে সরকার একজনকে চেয়ারম্যান এবং অপর একজনকে ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবে।

(২) কমিশনারদের অন্ততঃ দুইজন হইবেন উপধারা ৮(১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত প্রকৌশলী, অন্ততঃ একজন হইবেন উক্ত উপ-ধারার দফা (খ)- তে উল্লিখিত ব্যক্তি এবং অন্ততঃ একজন হইবেন উক্ত উপ-ধারার দফা (গ)- তে উল্লিখিত ব্যক্তি।

(৩) কেবল কোনো কমিশনার পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিশনের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৭। **কমিশনারগণের নিয়োগ ও মেয়াদ।-** কমিশনারগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা পূর্ণকালীন ভিত্তিতে কর্মরত থাকিবেন।

(২) কমিশনারগণ, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি কমিশনার পদে নিযুক্ত হইবার বা উক্ত পদে বহাল থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

(৩) কমিশনারগণের পদত্যাগ, অপসরণ, স্বার্থের সংঘাত, পদের সাময়িক শূন্যতা ইত্যাদি সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে।

৮। কমিশনারগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।- (১) কমিশনার হইবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি-

(ক) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ১৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলী;

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাসহ আইন বিষয়ে ১৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী বা বিচারক;

(গ) ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প বা অর্থ (Finance) বা অর্থনীতি বা গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন বিষয়ে অন্ততঃ ১৫ (পনের) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

(২) এমন কোনো ব্যক্তি কমিশনার নিযুক্ত হইবার বা উক্ত পদে বহাল থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যিনি:

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন;

(খ) জাতীয় সংসদ, বা কোনো স্থানীয় সরকারের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বা নির্বাচিত হওয়ার জন্য মনোনীত হইয়াছেন;

(গ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হিসাব উক্ত ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক বা আদালত কর্তৃক ঘোষিত বা চিহ্নিত হইয়াছেন;

(ঘ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই;

(ঙ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ সংঘটনের দায়ে আদালত কর্তৃক দুই বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর সময় অতিক্রান্ত হয় নাই;

(চ) কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর উক্ত পদের দায়িত্ব বহির্ভূত কোনো লাভজনক কাজে সরাসরিভাবে নিয়োজিত;

(ছ) মালিক, শেয়ার হোল্ডার, পরিচালক, কর্মকর্তা, অংশীদার বা পরামর্শক হিসাবে বা অন্যবিধ কারণে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট:

(অ) বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালন বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোনো ফার্ম বা কোম্পানি বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান, যাহার জন্য এই আইনের অধীনে লাইসেন্স বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ বা পারমিটের প্রয়োজন হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থার (Statutory Body) পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্য বা কর্মকর্তাকে কমিশনার হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত সংস্থায় তাহার চাকুরি অব্যাহত না রাখার শর্তে তাহাকে নিয়োগ করা যাইবে; অথবা

(আ) বিদেশে টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোনো ফার্ম বা কোম্পানি বা কর্পোরেশন বা এমন কোনো প্রতিষ্ঠান যাহা বিদেশে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি উৎপাদন বা বিতরণ করে, বা বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করে, বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করে;

(জ) দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম; অথবা

(ঝ) উপধারা (৩) এর বিধান যথাসময়ে পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন।

(৩) কাহারও উইল, দান বা উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য কোনোভাবে উপধারা (২)(ছ)-তে নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো স্বার্থ কোনো কমিশনারের উপর বর্তাইলে বা তিনি উহা অর্জন বা ধারণ করিলে-

(ক) বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বা কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে লব্ধ বা ধারণকৃত স্বার্থের মূল্য, ধরন, এবং উহা অর্জন বা বর্তানো বা ধারণের ঘটনা সম্পর্কে তিনি অন্য সকল কমিশনারকে লিখিত নোটিশ দ্বারা অবহিত করিবেন; এবং

(খ) চেয়ারম্যান বিষয়টি সম্পর্কে অনধিক ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সকল কমিশনারকে নোটিশ দিয়া সভা আহ্বান করিবেন, তবে যে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান নিজেই উক্ত নোটিশ দেন, সে ক্ষেত্রে ভাইস-চেয়ারম্যান এই সভা আহ্বান করিবেন; এবং কোনো ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উভয়েই উক্ত নোটিশ দিলে যে-কোনো কমিশনার এই সভা আহ্বান করিতে পারিবেন; এবং

(গ) কমিশন উক্ত স্বার্থের ধরন ও মূল্য বিবেচনাক্রমে, উহা অনধিক তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত কমিশনার তাহা পালনে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(ঘ) কমিশন উক্ত নির্দেশের একটি অনুলিপি অবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সভায় উক্ত স্বার্থ অর্জনকারী বা ধারণকারী কমিশনার উপস্থিত থাকিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাইবেন, কিন্তু তাহার কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

৯। প্রধান নির্বাহী।- চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তাহার পদত্যাগ, অপসারণ, অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগতার ক্ষেত্রে ভাইস-চেয়ারম্যান, নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বা বিদ্যমান চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত, চেয়ারম্যানের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন; এবং কোনো ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উভয়েই অপারগ হইলে সরকার সাময়িকভাবে একজন কমিশনারকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিতে পারিবে।

১০। কমিশনের সভা।- (১) কমিশন উহার সভার স্থান, সময়, কার্যপদ্ধতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, সাধারণ বা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের সকল সভা পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত না থাকিলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের সকল সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত ভাইস-চেয়ারম্যানসহ ৩ (তিন) জন কমিশনার উপস্থিত থাকিলে কমিশনের সভার কোরাম হইবে।

(৩) কমিশনের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কমিশনের সভায় উপস্থিত কমিশনারগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুইজন কমিশনার চেয়ারম্যানকে কমিশনারগণের সভা আহবানের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সভা আহবান করিবেন।

(৬) সভায় কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে মতামত, বক্তব্য, তথ্য বা ব্যাখ্যা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট যে-কোনো ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির মতামত, বক্তব্য বা ব্যাখ্যা সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

১১। কমিটি।- কমিশন উহার কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক কমিশনার, বা উহার যে-কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোনো ব্যক্তির সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন এবং এইরূপ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১২। **কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি।-** (১) সরকার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কমিশনারের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা, সুযোগ-সুবিধা ও চাকুরির অন্যান্য শর্ত নির্ধারণ করিবে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কমিশনার নিয়োগের পর তাহার পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, সুযোগ-সুবিধাদি এবং চাকুরির অন্যান্য শর্ত এমনভাবে পরিবর্তন করা হইবে না যাহাতে এই পরিবর্তন তাহার জন্য অসুবিধাজনক হয়।

১৩। কমিশনের সচিব, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, প্রেষণ ও কমিশন বহির্ভূত চাকুরী ইত্যাদি।- (১) সরকার কমিশনের সচিব নিয়োগ করিবে।

(২) সচিবের দায়িত্ব হইবে চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী কমিশনের সভার আলোচ্য বিষয়সূচি, এবং কমিশনের এতদবিষয়ক সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ, কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ, কমিশনারগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট নথি সংরক্ষণ, এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদন।

(৩) কমিশন, উহার কার্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী এবং পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে:-

(ক) সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে নিয়োগযোগ্য কর্মচারীর সংখ্যা এবং তাহাদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ;

(খ) অনুমোদিত জনবলের ভিত্তিতে কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ এবং উহাকে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক এককে (Unit) বিভাজন, উক্ত এককের কার্যাবলি নির্ধারণ, এবং কর্মচারীগণকে যথাযথ পদে নিয়োগদান ও বদলী;

(গ) প্রচলিত সরকারি নিয়মাবলি অনুসারে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে পরামর্শকের প্রাপ্য ফিস নির্ধারণ ও পরিশোধ;

(ঘ) কর্মচারীগণকে বরখাস্তকরণসহ তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যবিধ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাহাদের চাকুরীর ব্যাপারে প্রযোজ্য অন্যান্য শর্তাদি নির্ধারণ;

(ঙ) কর্মচারীগণের কল্যাণের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠনসহ অন্যবিধ স্কীম প্রণয়ন এবং এইরূপ তহবিল বা স্কীমে অর্থ যোগান।

(৪) কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকুরির অন্যান্য শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং এইরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, এই সকল বিষয়ে অনুসরণীয় নিয়মাবলি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) কমিশন যে-কোনো সরকারি কর্মচারী বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মচারীকে, তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগ হইবে কমিশন ও উক্ত কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্মত শর্তাধীনে এবং প্রযোজ্য আইন অনুসারে।

(৬) উপধারা (৫) এর অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তি কমিশনের অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় একইরূপ শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রমূলক ব্যবস্থাধীনে কর্মরত থাকিবেন; তবে তাহার উপর কোনো দণ্ডআরোপের প্রশ্ন দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি উক্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) কোনো কমিশনার সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বা কোনো পূর্ণকালীন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, কমিশনের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, কোনো ধরনের পারিশ্রমিক বিশিষ্ট অথবা কমিশন বহির্ভূত কাজে নিয়োজিত হইতে বা থাকিতে পারিবেন না।

(৮) কোনো কমিশনার বা কমিশনের কর্মকর্তা বা কর্মচারী এমন কোনো কাজে নিয়োজিত হইবেন না বা থাকিবেন না যাহা, যথাক্রমে সরকার বা কমিশনের মতে, তাহার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব রাখে বা রাখিতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়
কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৪। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তহবিল।- (১) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তহবিল নামে কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং এই তহবিলে সরকারের অনুদান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোনো দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ, এই আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ এবং অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত যে-কোনো অর্থ জমা হইবে।

(২) তহবিলের অর্থ কমিশনের নামে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্ত ব্যাংক হইতে অর্থ উত্তোলনের পদ্ধতি কমিশন নির্ধারণ করিবে।

ব্যাখ্যা।- "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank-কে বুঝাইবে।

(৩) তহবিল হইতে কমিশনারগণ ও কর্মচারীগণের বেতান-ভাতাদি প্রদান এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) কমিশন উহার প্রতি ছয় মাসের সকল ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদান করিবে।
(৫) এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানের অধীনে আদায়কৃত প্রশাসনিক জরিমানা এবং অর্থদণ্ড প্রজাতন্ত্রের সরকারি তহবিলে জমা হইবে।

(৬) কমিশন এই আইনের অধীন উহার কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ করিতে পারিবে, তবে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হইবে।

১৫। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল।- (১) কমিশন টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সুবিধা বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে "সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (Social Obligation Fund)" নামে একটি তহবিল গঠন করিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার প্রদত্ত অনুদান;

(খ) অন্য কোনো দেশি বা বিদেশি বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) টেলিযোগাযোগ ও বেতার যোগাযোগ পরিচালনকারীগণের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত চাঁদা (Subscription); এবং

(ঘ) অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত যে-কোনো অনুদান (Contribution)।"

(৩) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৪) বিদ্যমান বিধিমালা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় উল্লেখ না থাকিলে বা অস্পষ্টতা থাকিলে পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারিকৃত সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত নির্দেশিকার সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) জাতীয় উন্নয়ন বাজেটে প্রতিফলনের জন্য প্রকল্প ব্যয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) এ অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিধিমালা ও নীতিমালায় থাকিতে হইবে।

(৬) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নতুন প্রকল্পের প্রাথমিক ধারণাপত্রের অনুমোদন, কোয়ারটার্লি পরিবীক্ষণ, হিসাব ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করিতে হইবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সরকারি কোম্পানি/বিভাগের মাধ্যমে দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ যাচাই বাছাই করে মূল্যায়নপূর্বক অনুমোদনের সুপারিশের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে একটি "সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি" থাকিবে।

(৮) নীতিমালায় সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা ২০২১ এর অনুচ্ছেদ-৪ (২) এর (ক) মূলে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট যে প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়া আছে তা সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক "সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি"-এর সুপারিশক্রমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নিকট অর্পন করিতে হইবে।

(৯) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (এসওএফ) এর আওতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এ সচিবালয় থাকিবে।

(১০) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন যে সকল সংস্থা প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে রেভিনিউ উপার্জন করে সে সকল ক্ষেত্রে একটা অংশ সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল এ জমা প্রদান করিবে। একটি একক প্রকল্পের ব্যয়সীমা এবং ঋণের পরিমাণ বাৎসরিক চাঁদার ৫০% এর মধ্যে থাকিতে হইবে।

(১১) প্রকল্প গ্রহণের এক্সিট প্লান প্রকল্প দলিলে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(১২) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা, উহার প্রশাসন এবং উক্ত তহবিলের অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি এবং লাইসেন্সধারী পরিচালনাকারীগণের নিকট হইতে উক্ত তহবিলের জন্য অর্থ আদায়ের হার বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।- কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরের সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে, এবং উক্ত অর্থ-বৎসর শুরু হওয়ার পূর্বেই সরকার উক্ত বাজেট বিবরণীর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে কমিশনের বাজেট অনুমোদন করিবে।

১৭। কমিশন প্রদত্ত সেবার চার্জ ইত্যাদি।- (১) কমিশন এই আইনের অধীনে উহার ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যাবলি সম্পাদনের সূত্রে তৎকর্তৃক প্রদেয় বা প্রদত্ত সেবা বাবদ চার্জ বা ফিস্ বা উভয়ই ধার্যকরতঃ উহা আদায় করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত সামগ্রিক ক্ষমতার আওতায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত:-

(ক) কমিশন কর্তৃক প্রদেয় বা প্রদত্ত কোনো নির্দিষ্ট বা সকল সেবার চার্জ বা ফিস নির্ধারণের জন্য এক বা একাধিক স্কীম প্রণয়ন;

(খ) প্রবিধান দ্বারা বা প্রবিধানের অবর্তমানে নির্বাহী আদেশ দ্বারা উক্ত চার্জ এবং ফিসের হার, বা উহা গণনার পদ্ধতি নির্ধারণ।

(৩) এই আইনের অধীনে কমিশনের প্রাপ্য চার্জ, ফিস, প্রশাসনিক জরিমানা ও অন্যবিধ সকল পাওনা সরকারি দাবী (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৮। কর অব্যাহতি।- অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন উহার কোনো সম্পদ ধারণ বা আয় বা প্রাপ্তির জন্য কোনো প্রকার আয়কর প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না এবং উক্ত কর প্রদান হইতে কমিশনকে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করা হইল।

১৯। বকেয়া আদায়।- (১) কমিশন উহার প্রাপ্য সকল ফিস, চার্জ, প্রশাসনিক জরিমানা এবং অন্যবিধ সকল পাওনা, সরকারি দাবী (Public Demand) হিসাবে Public Demands Revovery Act 1913 (Bcn. Act. III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায় করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন উহার কোনো কর্মকর্তাকে উক্ত আইনের ধারা ৩(৩) এ সংজ্ঞায়িত Certificate Officer হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে, এবং উক্ত কর্মকর্তা উক্ত আইনের অধীন Certificate Officer এর সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারিবেন।

২০। হিসাব ও নিরীক্ষা।- (১) কমিশন তৎকর্তৃক প্রাপ্ত বা ব্যয়িত সকল অর্থের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে; এবং সরকারের কোনো সাধারণ নির্দেশ সাপেক্ষে, এইরূপ হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি কমিশন নির্ধারণ করিতে পারিবে, তবে উক্ত হিসাবে উহার আর্থিক পরিস্থিতির সঠিক এবং যথাযথ প্রতিফল অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(২) কমিশন প্রতি অর্থ-বৎসর শেষ হওয়ার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহার বার্ষিক হিসাব-বিবরণী এবং আর্থিক-বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং Bangaldesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর অধীনে নিবন্ধিত কোনো চার্টার্ড একাউটেন্ট ফার্মের দ্বারা নিরীক্ষা করাইয়া উহাদিগকে সংসদে পেশ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে এবং মন্ত্রণালয় যথাশীঘ্র উক্ত বিবরণসমূহ ২১ ধারায় উল্লিখিত প্রতিবেদনের সহিত সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করিবে।

(৩) উপধারা (২) এর বর্ণিত নিরীক্ষা ছাড়াও কমিশন, Comptroller and Auditor General (Additional Functions) Act, 1974 (XXIV) of 1974) এর আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান (Statutory Public Authority) হিসাবে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর এক্তিয়ারভুক্ত হইবে।

২১। প্রতিবেদন।- প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে এবং মন্ত্রী যথাশীঘ্র সম্ভব উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
সাধারণ উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও দায়িত্ব

২২। কমিশনের সাধারণ (Broad) উদ্দেশ্যসমূহ।- কমিশনের সাধারণ (Broad) উদ্দেশ্যসমূহ হইতেছে নিম্নরূপ:-
(ক) বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করিতে পারে এমন একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল উন্নয়ন এবং উহাতে উৎসাহ দান;

(খ) বাংলাদেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে যতদূর সম্ভব বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়-সাপেক্ষ ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা ও ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা;

(গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশিয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(ঘ) টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক ও বাজারমূখী ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন, উহার পরিপন্থী বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসান এবং সেই লক্ষ্যে কমিশনের উদ্দ্যেশ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যথাযথ ক্ষেত্রে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।

(ঙ) নূতন নূতন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং টেলিযোগাযোগ খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগে যাহারা বাংলাদেশের বাহিরে থাকেন তাহাদিগকে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যবসাস্থল স্থাপনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

২৩। কমিশনের দায়িত্ব।- (১) কমিশনের দায়িত্ব হইবে:

(ক) বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নিয়ন্ত্রণ;

(খ) দেশিয় গ্রাহকগণের উপর আরোপিত চার্জের হার, এবং টেলিযোগাযোগ সেবার প্রাপ্যতা, মান ও বৈচিত্রের ব্যাপারে তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করা;

(গ) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নকে এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) গ্রাহকগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ সাড়া দেওয়া; এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীর বিদ্যমান কিংবা সম্ভাব্য পীড়নমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণ বা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) উন্নত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত সেবা প্রদানকারীগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং উহাতে উৎসাহ দান;

(চ) টেলিযোগযোগের একান্ততা (Privacy) রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(ছ) বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্ব হইতে টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট যোগাযোগ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং বাংলাদেশে উহাদের প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এবং তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা ক্ষেত্রমত সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(জ) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নম্বর বা সংখ্যা (Number) সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে ইহা সংশোধন;

(ঝ) ইন্টারনেট ডোমেইন নেম (Internet Domain Name) সংক্রান্ত নির্দেশনা (Guideline) প্রণয়ন, যথাযথ ক্ষেত্রে উহা পরিবর্তন বা সংশোধন, বাস্তবায়ন, ইন্টারনেট ডোমেইন নেম সংক্রান্ত অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;

(ঞ) কমিশন ইন্টারমেডিয়েটরি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইন্টারমেডিয়েটরি এর বিষয়ে যে-কোনো ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান ও বিধি-বিধান/গাইডলাইন প্রণয়ন করিবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত কমিশনের সামগ্রিক দায়িত্বের আওতায় নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট দায়িত্বগুলিও অন্তর্ভুক্ত:

(ক) দেশিয় পরিচালনকারীগণ কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতির কোড (Code of Practice) এবং তাহাদের সহিত বিদেশি পরিচালনকারীগণের যোগাযোগের বিষয়ে অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতির কোড (Code of Practice) প্রণয়ন;

(খ) এই আইনের অধীনে ইস্যুকৃত লাইসেন্স, পারমিট ও কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ প্রদানের পর তৎসম্পর্কে সময় সময় মন্ত্রীকে অবহিতকরণ;

(গ) একই পরিচালনকারী কর্তৃক একাধিক ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সেবার আয় হইতে অন্য সেবা খাতে ভর্তুকি (Subsidy) প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) ধারা ২৫ এর অধীনে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ ও দায়িত্ব পালন;

(ঙ) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক উহা নিজে পালন করা বা পরিচালনকারীগণের মাধ্যমে পালন নিশ্চিত করা;

(চ) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মান এবং পদ্ধতির বিষয়ে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান; আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের বিভিন্ন নোটিশ এবং যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অবহিত করা;

(ছ) সরকার ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সম্মেলনে বা বিদেশি সংস্থার সহিত অনুষ্ঠিত সভায় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;

(জ) টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সম্মেলন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থাসমূহকে তাহা সরবরাহ করা; এইরূপ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থাকে পরামর্শদান এবং প্রতিনিধিদল গঠনের বিষয় ও দলের দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন;

(ঝ) প্রয়োজনবোধে দ্বিপাক্ষিক, উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সরকার বা আঞ্চলিক সংস্থাসমূহকে পরামর্শদান।

(ঞ) টেলিযোগাযোগ সেবার প্রযুক্তিগত মান ও মানদণ্ড নির্ধারণ, পরিচালনকারীগণ প্রদত্ত সেবার মান পরিবীক্ষণ এবং উক্ত মান যাহাতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহা নিশ্চিত করা;

(ট) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসারে সেবা প্রদান করা হইতেছে কি না তাহা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ঠ) পরিচালনকারী এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে নিয়োজিত অন্যান্য ব্যক্তির অন্যায্য কার্যকলাপ হইতে গ্রাহকগণের স্বার্থ রক্ষাসহ সামগ্রিক জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই আইনের বিধান পালন নিশ্চিত করা;

(ড) নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসহ সামগ্রিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির উন্নয়ন:

(অ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা পরিচালনকারীকে অন্যান্য পরিচালনকারীর এমন কার্যকলাপ হইতে রক্ষা করা যাহা প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি বিনষ্ট করে;

(আ) কোনো ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের বাজারে পরিচালনকারী হিসাবে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহার প্রবেশের পথ সুগম করা;

(ঢ) উন্মুক্তভাবে এবং ন্যায্যতা ও স্বাচ্ছতা সহকারে যাহাতে সকল বিষয়ে কমিশন কর্তৃক ত্বরিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা নিশ্চিত করা;

(ণ) কমিশনের দায়িত্বের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ও সহায়ক অন্যান্য সম্পদের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন;

(ত) গ্রাহকগণের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এমন পদ্ধতি প্রবর্তন করা যাহাতে তাহাদের মতামত ও অভিযোগ নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রহণ ও উহার উপর যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়;

(থ) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উপর জনসংযোগ ও গণশুনানীর ব্যবস্থা করা।

২৪। কমিশনের ক্ষমতা ও ক্ষমতা অর্পণ ।- (১) ধারা ২৩ এ বর্ণিত কমিশনের দায়িত্ব ফলপ্রসূভাবে সম্পাদনের জন্য কমিশন এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষমতার আওতায় নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলিও অন্তর্ভুক্ত:

(ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে-

(অ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে লাইসেন্স ইস্যুকরণ;

(আ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুকরণ;

(ই) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স, পারমিট ও কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদের নিয়ন্ত্রণ ও স্থগিতকরণ;

(ঈ) বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ ও উহা ব্যবহারের কর্তৃত্ব প্রদান, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের পরিবীক্ষণ ও স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা;

(উ) বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্স, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পারমিট ও সনদ এর নবায়ন, হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ, স্থগিতকরণ ও বাতিলককরণ;

(ঊ) বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুকরণ;

(খ) এই আইন, বিধি, প্রবিধান, লাইসেন্স, পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদের শর্ত ভঙ্গ করার বিষয়ে উহার ধারকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ও অন্যান্য দাবীর উপর তদন্ত অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) টেলিযোগাযোগ ও বেতার পরিচালনকারীগণের বা ব্যবহারকারীগণের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি ও ব্যবস্থা নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে উহা সংশোধনের নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) সরকারের টেলিযোগাযোগ নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লাইসেন্সযোগ্য বিভিন্ন ধরণের টেলিযোগাযোগ সেবা অনুমোদন;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী কর্তৃক এই আইনের অধীন দাখিলকৃত ট্যারিফ, চার্জ, চুক্তি বা ব্যবস্থা বা উহাদের কোনো অংশ এই আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে হইলে উহা স্থগিতকরণ বা উহার সংশ্লিষ্ট অংশ নামঞ্জুর বা এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;

(চ) টেলিযোগাযোগ ও বেতার পরিচালনকারীগণের বা ব্যবহারকারীগণের মধ্যে আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থাদির জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন, যথাযথ ক্ষেত্রে শর্তাবলি নির্ধারণ এবং তাহাদের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি;

(ছ) টেলিযোগাযোগ ও বেতার পরিচালনকারীগণের বা ব্যবহারকারীগণের কর্মকাণ্ডের যে-কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান;

(জ) কমিশনের নির্দেশনা পালিত হইতেছে কি না তাহা যাচাইয়ের জন্য পরিচালন পদ্ধতি (Operator's Procedure and Systems) নিরীক্ষা করানো, এবং টেলিযোগাযোগ ও বেতার পরিচালনকারীগণের বা ব্যবহারকারীগণের প্রতিবেদন পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই এবং এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান;

(ঝ) কমিশনের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্র এবং বহি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের সুযোগ যাহাতে কমিশন পায় তাহা নিশ্চিত করার জন্য টেলিযোগাযোগ ও বেতার পরিচালনকারীগণের বা ব্যবহারকারীগণের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান;

(ঞ) কোনো এলাকায় টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো পরিচালনকারীর একচেটিয়া ব্যবসা থাকিলে তাহার মূলধন ব্যয়ের বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও তদসম্পর্কে ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত পরিকল্পনা দাখিলের জন্য উক্ত পরিচালনকারীকে নির্দেশ প্রদান;

(ট) এই আইনের অধীন কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন এবং তদসংক্রান্ত বিষয়ে উহাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরামর্শক নিয়োগ;

(ঠ) এই আইনের বিধানাবলি পালন করার বিষয়ে নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন (Enforcement) আদেশ জারি করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায়;

(ড) এন্টেনা ব্যবস্থাদিসহ বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রতিটি স্থান অনুমোদন এবং প্রতিটি মাস্তুল, স্তম্ভ এবং এন্টেনা, ধারক ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ অনুমোদন;

(ঢ) বেতার যন্ত্রপাতির লাইসেন্সের আবেদনকারী বা ধারক কর্তৃক প্রস্তাবিত বা বিদ্যমান বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার, উহার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, এবং উক্ত যন্ত্রপাতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে, কমিশনের বিবেচনায় যথাযথ যে-কোনো তথ্য সরবরাহের জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ প্রদান;

(ণ) টেলিযোগাযোগের উন্নয়ন এবং সুশৃঙ্খল ও সুদক্ষ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে-কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ত) এই আইনের অধীন পরিচালিত কমিশনের কাজকর্মের বিষয়ে অনুসরণীয় বিষয়াদি, লাইসেন্সধারী ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃক অনুসরণীয় বিষয়াদি, প্রান্তিক যন্ত্রপাতিসহ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি, প্রতিবন্ধকতা যন্ত্রপাতি, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ও বেতার যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(থ) এই উপধারায় কমিশনকে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে এই আইনে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকিলে সেই বিষয়ে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ;

(দ) কমিশনের লাইসেন্সধারী, পারমিটধারী বা সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে কোনো বিরোধের উদ্ভব হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ যদি উহা নিজেদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কমিশন উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা করিতে পারিবে উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম, পরিচালনা পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং কমিশনের মধ্যস্থতার মাধ্যমে প্রদত্ত লিখিত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ মানিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) এই আইনের অধীন তৎকর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা, তবে এই ধারা এবং ৮০ ধারার অধীনে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যতীত, কমিশন উহার চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো কমিশনার বা কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রবিধান বা সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কোনো শর্তসহ বা শর্ত ব্যতিরেকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(৪) কমিশন স্বীয় উদ্যোগে বা যে-কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদনে এমন যে-কোনো বিষয়ে বা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে যে বিষয়টি বা কর্মকাণ্ড এই আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বা অনুমোদিত বা যাহা করা এই আইন অনুসারে প্রয়োজনীয়।

২৫। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও সরকারের ক্ষমতা ।- (১) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হইবে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারের সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণ এবং বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগের উন্নয়নে উৎসাহ দান।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক দায়িত্বের আওতায় নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট দায়িত্বগুলিও অন্তর্ভুক্ত, যথা:-

(ক) বাংলাদেশে ও বর্হিবিশ্বে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়ের সহায়ক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(খ) দেশীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশ এবং সামাজিক বন্ধন সুসংহত করার লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এই সকল ক্ষেত্রে উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের উৎসাহ প্রদান;

(গ) একটি কার্যকর ও আধুনিক জাতীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উক্ত বিনিয়োগে উৎসাহদান;

(ঘ) নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই ব্যাপারে আগ্রহী আঞ্চলিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঙ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনকারী, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী এবং এই সকল বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

(চ) টেলিযোগাযোগের স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা এবং উদ্ভাবনমূলক টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান;

(ছ) টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান বা উহা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে, বৈষম্য বা বৈষম্যমূলক আচরণ বা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ বা দুরীকরণের উদ্দেশ্যে কমিশনের অনুরোধে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান;

(জ) এমন একটি টেলিযোগাযোগ ফোরামের ব্যবস্থা করা যেখানে মন্ত্রণালয়, সরকার, কমিশন, পরিচালনকারীগণ, গ্রাহকগণ এবং অন্যান্য আগ্রহী পক্ষ মিলিত হইয়া সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করিতে পারে;

(ঝ) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতি, প্রশিক্ষণ, মান এবং পদ্ধতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন;

(ঞ) উহার নিকট এই আইনের অধীনে দাখিলকৃত সকল আবেদন বা যোগাযোগ নিষ্পত্তি এবং উহার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন তরান্বিত করা।

(৩) এই আইনের আওতায় সরকার-

(ক) লাইসেন্সযোগ্য বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা অনুমোদন করিতে পারিবে;

(খ) টেলিযোগাযোগ সেবার বিষয়ে ট্যারিফ, কলচার্জ এবং অন্যান্য চার্জ এবং পরিচালনকারী কর্তৃক উহা নির্ণয়ের পদ্ধতি অনুমোদন করিতে পারিবে;

(গ) এই আইন, বিধি বা প্রবিধানে পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে, ট্যারিফ ও বিভিন্ন চার্জের হার এবং টেলিযোগাযোগ সেবার কোনো বিষয়ে গাইডলাইন জারি এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে;

(ঘ) আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী অনুসারে বা কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় টেলিযোগাযোগ বিষয়ে সরকারের অধিকার বা দায়-দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঙ) সময় সময় টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয় বিবেচনা ও তদসম্পর্কে সুপারিশের জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে;

(চ) টেলিযোগাযোগ, বেতার যোগাযোগ এবং সম্প্রচারের কারিগরি কোনো বিষয়ে, যাহা উক্তরূপ যোগাযোগের সহিত সম্পর্কিত, এর উপর গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে বা অর্থ যোগান দিতে বা উহাতে সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে;

(ছ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার সম্মেলন বা সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।”

(জ) প্রয়োজনবোধে, কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে;

পঞ্চম অধ্যায়
টেলিযোগাযোগ ইত্যাদির লাইসেন্স

২৬। টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট ইত্যাদির জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা।- (১) উপধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স ব্যতীত-

(ক) বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণ বা সম্প্রসারণ বা উক্ত ব্যবস্থার কোনো স্থাপনা নির্মাণ করিবেন না;

(খ) বাংলাদেশে বা বাংলাদেশ হইতে বহির্বিশ্বে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করিবেন না;

(গ) ইন্টারনেট সেবা প্রদানের স্থাপনা নির্মাণ বা যন্ত্রপাতি স্থাপন বা উক্ত স্থাপন বা যন্ত্রপাতি পরিচালনা করিবেন না;

(ঘ) রেডিও সরঞ্জাম আমদানি বা রপ্তানি করিবেন না বা দখলে রাখিবেন না বা বিক্রয়, বাজারজাত, প্রদর্শন ইত্যাদি করিবেন না;
(ঙ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অনলাইনভিত্তিক প্লাটফর্ম পরিচালনা করিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না:-

(ক) এমন কোনো টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা, যাহা অন্য একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত নহে এবং যাহার সকল যন্ত্রপাতি-

(অ) একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গণ (Premises)-এ অবস্থিত এবং কেবল উক্ত অঙ্গণে বসবাসকারী মালিক, ভাড়াটিয়া বা দখলকারের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত; বা

(আ) শুধু একটি স্থলযান, জলযান বা আকাশযানে স্থাপিত, অথবা যান্ত্রিকভাবে পরস্পর সংযুক্ত এইরূপ একাধিক যানে স্থাপিত;

(খ) কেবল একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয় এমন একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা যাহা অন্য কোনো টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সহিত কোনোভাবেই সংযুক্ত নহে; এবং

(অ) সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত ব্যবস্থার সকল যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করেন;

(আ) উক্ত ব্যবস্থার সাহায্যে প্রেরিত সকল বার্তা বা তথ্য কেবল উক্ত নিয়ন্ত্রণকারীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত; এবং

(ই) উক্ত ব্যবস্থায় কোনো বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় না;

(গ) কোনো পরিচালনকারীর টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে প্রান্তিক যন্ত্রপাতি স্থাপন;

(ঘ) পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস্, কোষ্টগার্ড, প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহ এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক, উহাদের স্বীয় প্রয়োজনে, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান;

(ঙ) সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা কোনো গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক উহার স্বীয় প্রয়োজনে স্থাপিত বা ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান;

(চ) রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত কোনো যুদ্ধ জাহাজ বা সামরিক বিমানসহ অন্যান্য যানবাহনে ব্যবহৃত বা স্থাপিত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা।

২৭। লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি ও লাইসেন্স নবায়ন ।- (১) ধারা ২৬(১) এর দফা (ক) হইতে (গ) তে উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে লাইসেন্সের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কমিশন উপধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনাপূর্বক সরকারের নিকট লাইসেন্স মঞ্জুরির বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং সরকার উক্ত প্রতিবেদন, এই আইন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক লাইসেন্স মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, যথা:-

(ক) আবেদনকারী উপধারা (৩) এ বর্ণিত কারণে অযোগ্য কি না;

(খ) আবেদনকৃত কার্যাবলি পরিচালনার জন্য তাহার প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে কি না, এবং প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণের স্থান এবং দক্ষ জনবল প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি না;

(গ) আবেদনকৃত লাইসেন্স ইস্যুকরণ, এই আইনের ধারা ২২ এ বর্ণিত কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কি না;

(ঘ) আবেদনকৃত লাইসেন্স ইস্যু করা হইলে উহার দ্বারা অনুমোদিত কর্মকান্ড এবং শর্তাবলি বিদ্যমান লাইসেন্সধারীগণের তুলনায় বৈষম্যমূলক হইবে কি না এবং উহার ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির বিঘ্ন ঘটিবে কি না;

(ঙ) আবেদনকৃত লাইসেন্স ইস্যুকরণ জনস্বার্থ রক্ষার জন্য কতটুকু সহায়ক হইবে।

(৩) কোনো আবেদনকারী লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য হইবেন, যদি-

(ক) তিনি একক ব্যক্তি (Individual) হন এবং-

(অ) বিকৃত মস্তিস্ক হন;

(আ) আদালত কর্তৃক এই আইন ব্যতীত অন্য কোনো আইনের অধীন দুই বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(ই) এই আইনের অধীনে যে-কোনো অপরাধ সংঘটনের দায়ে দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(ঈ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া না থাকেন;

(উ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হিসাবে উক্ত ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা আদালত কর্তৃক চিহ্নিত বা ঘোষিত হন; বা

(ঊ) বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে তাহার লাইসেন্স কমিশন বাতিল করিয়া থাকে;

(খ) উক্ত আবেদনকারী হয় কোনো কোম্পানি বা কর্পোরেশন বা অংশীদারী কারবার বা সমিতি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এবং

(অ) উহার মালিক বা যে-কোনো পরিচালক বা অংশীদারের ক্ষেত্রে দফা (ক) এর (অ) হইতে (উ) এর ক্ষেত্রে উপদফা প্রযোজ্য হয়, বা

(আ) উহার ক্ষেত্রে উক্ত দফার উপদফা (উ) প্রযোজ্য হয়।

(৪) এই ধারার অধীন-

(ক) লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়নের জন্য আবেদনকারী কমিশন র্কতৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান করিবেন;

(খ) ইস্যুকৃত লাইসেন্সে উহার মেয়াদ, মেয়াদান্তে নবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও লাইসেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি উল্লিখিত থাকিবে;

(গ) ইস্যুকৃত লাইসেন্সে পরিচালনকারী কর্তৃক প্রদেয় সেবা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিবে;

(ঙ) ইস্যুকৃত লাইসেন্সের আওতাধীন কার্যাবলিতে বেতার যন্ত্রপাতি, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি ও বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বাবদ ও প্রয়োজনীয় কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ সংগ্রহের শর্ত উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) লাইসেন্সের প্রতিটি আবেদন কমিশনের নিকট, তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে দাখিল করিতে হইবে;

(৬) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আহবানকৃত আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে কমিশন নূতন লাইসেন্স ইস্যুর বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রবিধান দ্বারা এমন কতিপয় সেবা চিহ্নিত করিতে পারিবে যাহাদের ব্যাপারে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে লাইসেন্স ইস্যু করা যায়।

(৭) লাইসেন্সের জন্য আবেদন বিবেচনার সুবিধার্থে কমিশন আবেদনকারীর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য বা কাগজপত্র তলব করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে আবেদনকারীর প্রস্তাবিত স্থাপনা, সংশ্লিষ্ট স্থান ও যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৮) উপধারা (১) এর অধীন আহবানকৃত আবেদনপত্র দাখিল হইবার অনধিক ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে লাইসেন্স মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্তের অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী বরাবর লাইসেন্স ইস্যু করিতে হইবে, অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক লাইসেন্স নামঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে; উক্ত ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক বিষয়টি পরবর্তী ১০

(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশন আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৯) কমিশন তৎকর্তৃক ইস্যুকৃত প্রতিটি লাইসেন্সের মুদ্রিত অনুলিপি সংরক্ষণ করিবে এবং যে-কোনো ব্যক্তি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করিয়া উক্ত অনুলিপি পরিদর্শন বা উহার প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(১০) এই অধ্যায়ের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফিস প্রদান সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য হইবে, এবং বিধি বা প্রবিধানের অবর্তমানে সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ঐ সকল বিষয় নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(১১) ভিন্নরূপ অবস্থার অবর্তমানে, প্রযোজ্য শর্তানুযায়ী লাইসেন্সধারী গাইডলাইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন আবেদন করিলে, উক্ত নবায়নের আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে, উক্ত নবায়ন কার্যক্রম নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্সধারীর সকল কার্যক্রম, অধিকার ও দায়-দায়িত্ব এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন উক্ত লাইসেন্সের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয় নাই।

২৮। লাইসেন্সের শর্তাবলি ও উহার সংশোধন ।- (১) এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যে-কোনো শর্ত লাইসেন্সে উল্লেখ থাকিবে এবং কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে অতিরিক্ত শর্তও উহাতে সংযোজন করা যাইবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষমতার সামগ্রিকতার আওতায় লাইসেন্সে নিম্নলিখিত যে-কোনো বা সকল বিষয়ে যথাযথ শর্ত উল্লেখ করা যাইবে, যথা:-

(ক) লাইসেন্সধারী কর্তৃক এই আইন, বিধি এবং প্রবিধান পালন;

(খ) পল্লী এলাকায় এবং অপেক্ষাকৃত কম বসতিপূর্ণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সে উল্লিখিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, লাইসেন্সধারীর সেবা প্রদান ক্ষমতার অন্যূন ১০% (শতকরা দশ ভাগ) উক্ত এলাকায় সম্প্রসারণের বাধ্যবাধকতা;

(গ) লাইসেন্স মঞ্জুর করার সময় বা লাইসেন্স বহাল থাকাকালে বা উভয় ক্ষেত্রে লাইসেন্স মঞ্জুর বা নবায়ন করার জন্য কমিশনের ব্যয় বাবদ নির্ধারিত ফিস বা অন্যবিধ অর্থ পরিশোধ;

(ঘ) এই আইনের অধীন কমিশনের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন হয় এইরূপ দলিল, হিসাব, প্রাক্কলন, রিটার্ন বা অন্য কোনো তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে কমিশনের নিকট সরবরাহ;

(ঙ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ-

(অ) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের অধীন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা তদধীন প্রদেয় সেবা সংক্রান্ত ট্রান্সমিশন প্লান, সিগনালিং প্লান, সুইচিং প্লান এবং নাম্বারিং প্লান এর বিষয়ে কমিশন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী লাইসেন্সধারী কর্তৃক তাহার টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এই সকল পরিকল্পনা হইতে ব্যত্যয় ঘটানো বা পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন ও নির্দেশনা গ্রহণ এবং উহার বাস্তবায়ন;

(আ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বার্তা, সংকেত বা যে-কোনো ধরনের তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য যে যে পথ (Route) ও পদ্ধতি (System) ব্যবহৃত হয় তদসম্পর্কে সরকার ও কমিশনকে সময় সময় অবহিতকরণ;

(চ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, তৎকর্তৃক প্রদেয় বা প্রদত্ত সেবা, উহার পরিধি (Coverage) এবং মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্দিষ্টকরণ;

(ছ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক কোনো সেবা, সংযোগ বা অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ব্যক্তি গোষ্ঠী বা শ্রেণির প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ হইতে বিরত থাকা;

(জ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক এমন একটি তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ যাহাতে সংশ্লিষ্ট বিল, মূল্য, নির্দেশিকা, অনুসন্ধান এবং অভিযোগ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য গ্রাহকগণের জন্য সহজলভ্য হয়;

(ঝ) লাইসেন্সধারী কোনো কোম্পানি, সমিতি বা অংশীদারী কারবার হইলে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা-

(অ) উক্ত কোম্পানি, সমিতি বা অংশীদারী কারবারের শেয়ার মূলধনে বা মালিকানায় এমন কোনো পরিবর্তন যাহার ফলে উক্ত লাইসেন্স দ্বারা অনুমোদিত কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরিত হয়; বা

(আ) উক্ত কোম্পানি, সমিতি বা কারবার অন্য কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত একীভূত (Merged) হইলে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পূর্বানুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার বিবেচনা করিবে যে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা একীভূতকরণের ফলে যে ব্যক্তি, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সের নিয়ন্ত্রণ লাভ করিবে, সেই ব্যক্তি, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য কি না এবং অনুমতি প্রদানের ফলে লাইসেন্সকৃত কাজ কর্ম ব্যাহত হইবে কি না;

(ঞ) প্রদত্ত সেবার চার্জ এবং উক্ত সেবা গ্রহণের বিষয়ে প্রযোজ্য শর্তাবলি সম্পর্কে, নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্সধারী কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ;

(ট) ভূগর্ভস্থ ক্যাবল, শূন্যে ঝুলন্ত লাইন ও আনুষঙ্গিক স্থাপনার কারণে উদ্ভূত ক্ষতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সধারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(ঠ) জরুরি অবস্থায় কিভাবে লাইসেন্সধারী তাহার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত সেবা অব্যাহত রাখিবেন বা ক্ষেত্র বিশেষে পুনরায় চালু করিবেন উহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কমিশনের নিকট উহা দাখিল;

(ড) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সম্পদের রক্ষণ, হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি;

(ঢ) লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তানুসারে লাইসেন্সধারী কর্তৃক বাস্তবে মানসম্মত সেবা প্রদানসহ কারিগরি মান বজায় রাখা ও অন্যান্য কারিগরি শর্তাবলি পূরণ;

(ণ) প্রচলিত আইন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে লাইসেন্সধারীর বাধ্যবাধকতা;

(ত) কমিশনের বিবেচনায় যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

(৩) কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো লাইসেন্স বা উহার অধীনে অর্জিত স্বত্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হস্তান্তরযোগ্য হইবে না এবং এইরূপ হস্তান্তর অকার্যকর (Void) হইবে।

(৪) কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তদধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্সের যে-কোনো শর্ত এই আইন বা বিধি অনুসারে সংশোধন, সংযোজন, প্রতিস্থাপন, বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৫) সরকার, লাইসেন্সের কোনো শর্ত সংশোধনের প্রয়োজন মনে করিলে, কমিশনকে উক্ত সংশোধন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন সরকারের নির্দেশ মোতাবেক, উক্তরূপ সংশোধনের কারণ উল্লেখপূর্বক লাইসেন্সধারীকে উক্তরূপ সংশোধনের বিষয়ে অনধিক ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদানক্রমে একটি নোটিশ প্রদান করিবে; প্রস্তাবিত সংশোধনী সম্পর্কে লাইসেন্সধারীর কোনো লিখিত বক্তব্য থাকিলে উহা কমিশনের মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং সরকার উহা বিবেচনাক্রমে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে ।

(৬) লাইসেন্সধারীর কোনো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিসংগত মনে করিলে সরকার কমিশনকে লাইসেন্সের কোনো শর্ত সংশোধন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৯। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের অনুমতিদানের উপর বাধা-নিষেধ।- (১) কোনো পরিচালনকারী, কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত পারমিট ব্যতীত, তাহার লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা প্রদানের কোনো স্থাপনা, যন্ত্রপাতি বা সুবিধা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বা ফিস বা অন্য কোনো ধরনের মূল্য বা সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্যবহারের অনুমতি বা সুযোগ প্রদান করিবে না।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে, পরিচালনকারী কমিশনের নিকট কোনো আবেদন করিলে, কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানপূর্বক একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং সরকার উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যদি সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকৃত অনুমতি প্রদত্ত হইলে লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা বা সেবা

প্রদানের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়িবে না তাহা হইলে, উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, এবং কমিশন তদনুসারে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে পারমিট ইস্যু করিবে।

(৩) উপধারা (২) এ অধীন ইস্যুকৃত পারমিটে উল্লিখিত শর্ত লংঘিত হইলে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে-কোনো সময় পারমিট বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) কোনো পরিচালনকারী উপধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তাহা একটি অপরাধ হইবে এবং তজ্জন্য তিনি-

(ক) প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং

(খ) পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩০। লাইসেন্সধারীর দায় সীমিতকরণের ক্ষেত্রে কমিশনেরর এখতিয়ার।- টেলিযোগাযোগ সেবার বিষয়ে লাইসেন্সধারী কোনো ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব দায় সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে কোনো শর্ত আরোপ করিলে এবং সরকার উক্ত শর্ত অযৌক্তিক মনে করিলে তাহা বাতিল করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং কমিশন তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং লাইসেন্সধারী উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

৩১। পথাধিকার (Right of Way) ইত্যাদি।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য একজন পরিচালনকারী যে-কোনো জমির মধ্যে, উপরে বা উপর দিয়া উক্ত সেবা বা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বস্তু বা সুবিধা স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে; লাইসেন্সধারীর এই অধিকার এই অধ্যায়ে পথাধিকার (Right of Way) বলিয়া উল্লিখিত।

(২) পথাধিকার এর আওতায় পরিচালনকারীর নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার কোনো প্রতিনিধি বা কর্মচারী-

(ক) যে-কোনো সময় যুক্তিসংগত নোটিশ দিয়া উক্ত জমিতে প্রবেশ করিতে এবং টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ধারণ বা আটকাইয়া রাখার জন্য প্রয়োজনীয় খুঁটি বা স্তম্ভ স্থাপন করিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত যন্ত্রপাতি আটকাইয়া রাখার জন্য জমিতে অবস্থিত কোনো গাছে বা অন্য কিছুতে ব্রাকেট বা অনুরূপ কৌশল সংযুক্ত করিতে পারিবেন;

(গ) উক্ত যন্ত্রপাতি, বস্তু, সুবিধা বা কৌশলের ক্ষতি করিতেছে বা করিতে পারে বা উহার কার্যক্ষমতায় প্রতিবন্ধক হয় বা হইতে পারে এইরূপ গাছপালা বা শাখা-প্রশাখা কাটিয়া ফেলিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) উক্ত যন্ত্রপাতি, বস্তু, সুবিধা বা কৌশল ক্ষেত্রমত স্থাপন, নির্মাণ, মেরামত, পরীক্ষা, পরিবর্তন, অপসারণ বা উহার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে-কোনো কাজ করিতে বা এতদবিষয়ে এই আইনের অধীন অন্যান্য কাজ করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো পরিচালনকারী তাহার পথাধিকার সাধারণভাবে সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানাধীন বা দখলাধীন জমিতে প্রয়োগ করিবে, তবে প্রয়োজনবোধে অন্য কোনো জমিতেও এই অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন; সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা সাধারণতঃ পথাধিকার প্রয়োগে বাধা দিবে না।

(৪) উপধারা (১) এর বিধানবলে উক্ত পরিচালনকারী-

(ক) জীবন বা সম্পত্তির জন্য বিপজ্জনক বা উহার নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কোনো কিছু অপসারণ বা মেরামতের উদ্দেশ্য ব্যতীত, কোনো কবরস্থানে বা শ্মশানে বা স্থানীয় জনসাধারণ পবিত্র মনে করেন এমন কিছু অবস্থিত থাকিলে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে বা উপধারা (১) এর অধীনে কোনো কিছু করিতে পারিবেন না;

(খ) উক্তরূপ অপসারণ বা মেরামতের উদ্দেশ্যে উক্ত কবরস্থান, শ্মশান বা পবিত্র স্থানে প্রবেশের প্রয়োজন হইলে, উহার তত্তাবধানকারীর সম্মতি নিয়া বা তত্তাবধানকারী না থাকিলে বা তত্তাবধানকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া না গেলে বা তাহার

সম্মতি না পাওয়া গেলে কমিশনের লিখিত অনুমতি নিয়া উক্ত পরিচালনকারী উহাতে প্রবেশ করিতে বা উপধারা (১) এর অধীনে কোনো কিছু করিতে পারিবেন।

(৫) উক্ত পরিচালনকারী-

(ক) জমির মালিক বা দখলকার এর সম্মতি ব্যতিরেকে উপধারা (১) এর অধীন কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না;

(খ) এই ধারার অধীন কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে উক্ত জমিতে পথাধিকার ব্যতীত অন্য কোনো অধিকার অর্জন করিবেন না;

(গ) কোনো সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো জমিতে উক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত এই ধারার অধীন কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না।

(ঘ) কোনো জমিতে এই ধারার অধীন ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করিবেন যেন উক্ত জমি ও পরিবেশের ক্ষতি ন্যুনতম পর্যায়ে থাকে, এবং উক্ত প্রয়োগের কারণে ক্ষতি হইলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) উপধারা (২)(ক) তে উল্লিখিত নোটিশে ঈপ্সিত কাজের সঠিক ও পূর্ণ বিবরণ থাকিতে হইবে এবং উক্ত কাজ শুরু করার ১০ (দশ) দিন পূর্বে নোটিশের প্রাপককে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার প্রতিনিধি বা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে প্রদান করিতে বা তাহার বাসস্থানে বা কর্মস্থলে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

(৭) কোনো টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি কাহারও জীবন বা সম্পদের জন্য বিপজ্জনক হইয়া পড়িলে পরিচালনকারী উক্ত জীবন বা সম্পদ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট জমির মালিক বা দখলকার বা তত্বাবধায়কের বিনা অনুমতিতে উক্ত জমিতে প্রবেশ করিতে এবং প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৮) এই ধারার অধীন যে-কোনো ক্ষমতা প্রয়োগকালে উক্ত পরিচালনকারী সকল যুক্তিসংগত সতর্কতা অবলম্বন করিবেন এবং সকল ক্ষেত্রে-

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা, সেবা বা সুবিধাকে প্রয়োজনীয় মেরামতের মাধ্যমে বা অন্যবিধভাবে যথাসম্ভব পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবেন;

(খ) কার্যসম্পাদনের স্থান হইতে তজ্জনিত সকল আবর্জনা বা ধ্বংসাবশেষ সরাইয়া ফেলিবেন;

(গ) কোনো সম্পত্তির ক্ষতি হইলে উহার মালিক বা দখলকার বা তত্তাবধায়ককে ক্ষতিপূরণ দিবেন।

(৯) উপধারা (৬) এর অধীন কোনো নোটিশ পাওয়ার ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে উক্ত জমির মালিক বা দখলকার বা তত্তাবধায়ক কমিশনের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারেন, এবং এইরূপ কোনো আপত্তি দাখিল করা হইলে কমিশন আপত্তি সম্পর্কে অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত করিয়া প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দিবে; এরূপ সিদ্ধান্ত উক্ত পরিচালনকারী ও আপত্তিকারী উভয়ের উপর বাধ্যকর ও চূড়ান্ত হইবে; এবং এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো আদালতে বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না।

(১০) পথাধিকার এর প্রয়োগ, উদ্ভুত ক্ষতিপুরণ, জমি অধিগ্রহণ, যাবতীয় ব্যয়, বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্তে দেশের সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা নির্ধারণ করিবেন।

(১১) এই ধারার অধীনে জমি অধিগ্রহণ বাবদ প্রদেয় ক্ষতিপূরণ ও অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচ পরিচালনকারী বহন করিবেন।

৩২। লাইসেন্স স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ।- (১) সরকার নিম্নবর্ণিত যে-কোনো কারণে যুক্তিসংগত মনে করিলে কোনো লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তদবিষয়ে কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) বর্তমানে এমন ব্যক্তি যিনি লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী হইলে উপধারা ২৭(৩) এ উল্লিখিত কারণে তাহার আবেদন নামঞ্জুর হইত;

(খ) উক্ত উপধারায় উল্লিখিত অযোগ্যতা গোপন করিয়া লাইসেন্স হাসিল করিয়াছেন;

(গ) লাইসেন্সে নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার মধ্যে উহাতে উল্লিখিত সেবা প্রদান শুরু করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা

(ঘ) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোনো বিধান বা লাইসেন্সের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশন প্রস্তাবিত বাতিলকরণের কারণ উল্লেখপূর্বক তৎসম্পর্কে লাইসেন্সধারীর লিখিত ব্যক্তব্য, যদি থাকে, ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট উপস্থাপনের নির্দেশ সম্বলিত একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) উপধারা (২) এর অধীন নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারীর কোনো লিখিত বক্তব্য, যদি থাকে, বিবেচনার পর কমিশন কোনো শর্ত ব্যতিরেকে বা শর্ত সাপেক্ষে-

(ক) প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্সটি বাতিলের বিষয়ে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ব্যবস্থা নিতে পারিবে;

(গ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য লাইসেন্সটি স্থগিত করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে;

(ঘ) উপধারা (১) এর দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এ বর্ণিত অপরাধের জন্য অনধিক ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা প্রদানের জন্য এবং যথাযথ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লাইসেন্সধারীকে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(ঙ) দফা (গ) এবং (ঘ) তে উল্লিখিত উভয় প্রকার ব্যবস্থা নিতে পারিবে; অথবা

(চ) উপধারা (২) বা (৩) এর দফা (গ) এর অধীন লাইসেন্স স্থগিত করিলে উক্ত লাইসেন্স এর অধীন সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা, উন্নয়ন ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, নির্ধারিত শর্তে ও মেয়াদে প্রশাসক বা রিসিভার (Administrator or Receiver) নিয়োগ করিতে পারিবে; উক্তরূপ প্রশাসক বা রিসিভার নিয়োগ করা হইলে স্থগিতাদেশের মেয়াদ শেষে কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক উক্ত প্রশাসক বা রিসিভার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির মালিক বা মালিকের বৈধ উত্তরাধিকারীর নিকট তাঁহার হেফাজতে থাকাকালীন সময়ের হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবে।

(৪) উপধারা (৩) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থার কারণে কোনো প্রকার ক্ষতির জন্য লাইসেন্সধারী কোনো ক্ষতিপূরণের দাবী কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ দাবী উত্থাপিত হইলেও উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ তাহা সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে।

(৫) কোনো লাইসেন্সধারী তাঁর লাইসেন্স কমিশন বরাবরে সমর্পণ করার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। কমিশন এইরূপ আবেদন প্রাপ্ত হইলে যাচাই বাছাই অন্তে এইরুপে নিষ্পত্তি করিবে যেন অপারেটর ও গ্রাহক উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করা যায় বা উভয় পক্ষের ক্ষতির পরিমান কমানো যায়।

৩৩। আন্তঃসংযোগ (Interconnection)।- (১) এই আইন, বিধি এবং প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে, একজন পরিচালনকারী তাহার টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের সহিত অপর একজন লাইসেন্সধারীর টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আন্তঃসংযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো ভৌগোলিক এলাকায় বিদ্যমান গ্রাহকগণের ২৫% এর অধিক একাধিক পরিচালনকারীর নেটওয়ার্কভুক্ত হইলে তাহারা আন্তঃসংযোগ এবং উক্ত আন্তঃসংযোগ ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত বাধ্যবাধকতা পালন করিবেন:

(ক) উক্ত পরিচালনকারীগণের মধ্যে নূতন পরিচালনকারী যে তারিখে প্রথম টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান শুরু করেন সেই তারিখ হইতে অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আন্তঃসংযোগ চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে;

(খ) উক্ত পরিচালনকারীগণ একে অন্যের সহিত আলোচনাক্রমে আন্তঃসংযোগ চুক্তি সম্পাদন করিবেন, তবে তাহাদের যে-কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে কমিশন সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে উক্ত সময়সীমা অনধিক ৩ (তিন) বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং এইরূপ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কমিশন পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বা অনলাইন মিডিয়ায় বা কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে;

(গ) সাধারণ টেলিফোন বা জনসাধারণের ব্যবহার্য সেলুলার মোবাইল টেলিফোনের সেবা প্রদান করেন এইরূপ পরিচালনকারী বা কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে যথাযথ মনে করিলে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো পরিচালনকারী কর্তৃক প্রদত্ত সর্বজনীন সেবা প্রদান (Universal Service) বাবদ প্রকৃত খরচ পরস্পর সম্মত হারে প্রদান করিবে; এবং এইরূপ হার সম্পর্কে তাহারা সম্মত না হইলে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে উক্ত খরচ বহন করিবেন, যদি এই খরচ আন্তঃখরচ সংযোগ বাবদ মোট খরচের অংশ বলিয়া নির্ধারিত হয়;

(ঘ) পরিচালনকারীগণ আন্তঃসংযোগ চুক্তির শর্তাবলি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করিবেন, স্বচ্ছতাসহকারে কাজ করিবেন এবং এই সকল শর্ত সদৃশ ক্ষেত্রে সদৃশভাবে প্রয়োগ করিবেন;

(ঙ) আন্তঃসংযোগ চুক্তির অনুলিপি কমিশনকে ও আগ্রহী পক্ষকে সরবরাহ করিতে হইবে;

(চ) আন্তঃসংযোগ সুবিধা ব্যবহারের জন্য আদায়যোগ্য চার্জ নির্ধারিত হইবে, আন্তঃসংযোগ বাবদ প্রকৃত খরচ এবং এতদসংক্রান্ত বিনিয়োগের উপর যুক্তিসংগত মুনাফা এই দুইয়ের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে; এবং এই চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকিতে হইবে;

(ছ) পরিচালনকারীগণ প্রত্যেকে আন্তঃসংযোগের জন্য আলাদা আলাদা হিসাব রাখিবেন, যাহাতে আন্তঃসংযোগ বাবদ প্রতিটি খাতের ব্যয় এবং আয় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়।

(৩) কমিশন-

(ক) যে-কোনো পরিচালনকারীকে তাহার আন্তঃসংযোগ বাবদ খরচ এবং আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা বাবদ ধার্যকৃত চার্জের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিতে পারে;

(খ) গ্রাহকগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে;

(গ) আন্তঃসংযোগ চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি এবং দিক নির্দেশনা (Guidelines) সম্বলিত নির্দেশিকা প্রকাশ করিবে।

(৪) আন্তঃসংযোগ চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী পক্ষগণ বা উপধারা (২) এর অধীনে যাহাদের এইরূপ চুক্তি সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে তাহারা উক্ত চুক্তির শর্তের বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত না হইতে পারিলে যে-কোনো পক্ষ কমিশনের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করিতে পারে বা কমিশন স্বীয় উদ্যোগে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করিতে পারে, এবং কমিশন উহার বিবেচনা মত যথাযথ শর্ত নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে।

(৫) কমিশন যথাযথ ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে-

(অ) জনস্বার্থে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, আন্তঃসংযোগের যে-কোনো বিষয়ে যে-কোনো পরিচালনকারীর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে;

(আ) সম্পাদিত যে-কোনো আন্তঃসংযোগ চুক্তির শর্তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নির্দেশ দিতে পারে;

(ই) প্রস্তাবিত আন্তঃসংযোগ চুক্তির উপর আলোচনা ও উহা চূড়ান্তকরণের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে;

(ঈ) আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি বা চালু রাখার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ট্যারিফ, চার্জ ইত্যাদি

৩৪। সরকার কর্তৃক ট্যারিফ নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়ন ও এর আলোকে ট্যারিফ অনুমোদন।— (১) ট্যারিফ অনুমোদন বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করিবে এবং নীতিমালা প্রণয়নকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করিবে, যথা:-

(ক) ট্যারিফ হইবে ন্যায্য ও যুক্তিসংগত;

(খ) একটি নির্দিষ্ট সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন ব্যক্তি বা উক্ত সেবার বিভিন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চার্জ সমভাবে প্রযোজ্য হইবে;

(গ) যদি কোনো পরিচালনকারী এমন একাধিক সেবা প্রদান করেন যে, একটি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাজার প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু অপর একটি সেবার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নাই, তাহা হইলে -

(অ) প্রতিযোগিতাবিহীন সেবার আয় হইতে প্রতিযোগিতামূলক সেবার জন্য কোনো ভর্তুকি প্রদান করা যাইবে না;

(আ) এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান প্রতিযোগিতাবিহীন সেবার ক্ষেত্রে উহার আয় হইতে এইরূপ, ভর্তুকির ব্যবস্থা থাকিলে, উক্ত ভর্তুকি সরকার কর্তৃক নিধারিত সময়সীমার মধ্যে এবং তদকর্তৃক নির্ধারিত ক্রমবর্ধমান হারে (Progressively) তুলিয়া দিতে হইবে;

(ঘ) কোনো সেবার ট্যারিফ বা উক্ত সেবার জন্য প্রদেয় কোনো চার্জের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণিকে অন্যায়ভাবে বা অযৌক্তিকভাবে বৈষম্য বা আনুকুল্য প্রদর্শন বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির শিকার করা হইবে না।

(২) কোনো ট্যারিফ ন্যায্য ও যুক্তিসংগত কি না তাহা নির্ধারণের জন্য সরকার যে-কোনো স্পষ্ট ও যুক্তিসংগত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে, এবং এইরূপ পদ্ধতি কোনো পরিচালনকারীর সংশ্লিষ্ট রিটার্নভিত্তিক বা অন্যবিধ তথ্যভিত্তিক হইতে পারে।

(৩) কোনো পরিচালনকারীর প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে সরকার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে-

(ক) উক্ত পরিচালনকারীর কোনো অধীনস্থ সহযোগীর কোনো কাজকর্ম উক্ত সেবা প্রদান কাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

(খ) উক্ত সেবা বাবদ পরিচালনকারী কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জের হারকে ন্যায্য এবং যুক্তিসংগত করার জন্য এই আইন, বিধি বা প্রবিধানে পর্যাপ্ত বিধান নাই,

তাহা হইলে সরকার, উক্ত সহযোগির সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষকে পরিচালনকারীর আয় বলিয়া গণ্য করিতে পারিবে।

(৪) টেলিযোগাযোগ পরিচালনকারী তৎকর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রদান শুরু করার পূর্বেই উক্ত সেবা বাবদ প্রদেয় সর্বোচ্চ চার্জের হার বিশিষ্ট একটি ট্যারিফ প্রস্তাব কমিশনের মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করিবেন এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচালনকারী উক্ত সেবা প্রদান বা সেবা বাবদ কোনো ধরণের চার্জ আদায় শুরু করিতে পারিবেন না।

(৫) উপধারা (৪) এর অধীন ট্যারিফ পেশ করার সময় পরিচালনকারী উক্ত ট্যারিফ নির্ধারণের ভিত্তি সম্পর্কিত তথ্যাদিও সংযুক্ত করিবে।

(৬) পেশকৃত ট্যারিফ অনুমোদন করিলে উহা জনসাধারণের অবগতি ও পরিদর্শনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ফরমে ও পদ্ধতিতে কমিশন প্রকাশ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত তথ্যাদিও উহাতে সন্নিবেশ করিতে পারিবে।

(৭) পরিচালনকারী কর্তৃক ট্যারিফ পেশ করার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সরকার,

(ক) সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত ট্যারিফ অনুমোদন করিবে, বা তদস্থলে একটি বিকল্প ট্যারিফ প্রতিস্থাপন করিবে বা কমিশনকে পরিচালনাকারী কর্তৃক বিকল্প ট্যারিফ দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পেশকৃত ট্যারিফ নামঞ্জুর করিবে এবং উহা নামঞ্জুর করার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবে; অথবা

(গ) দফা (ক) বা (খ) এর অধীন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে উহার কারণ উক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বা উহার পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কমিশনের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করিবে এবং কত দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকার ইচ্ছুক তাহাও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করিবে। তবে এই বিলম্ব ৬০ (ষাট) দিনের বেশী হওয়া চলিবে না।

৩৫। বৈষম্যমূলক চার্জ নিষিদ্ধ।- (১) কোনো পরিচালনকারী, তাহার প্রদত্ত সেবা অথবা উহার জন্য প্রদেয় চার্জের ব্যাপারে, অন্যায় বা অযৌক্তিভাবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণির ক্ষেত্রে বৈষম্য করিবেন না অথবা অন্যায় বা অযৌক্তিক বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবেন না, অথবা তিনি নিজের ক্ষেত্রে বা অন্য কাহারও ক্ষেত্রে কোনো অন্যায় বা অযৌক্তিক আনুকূল্য প্রদর্শন করিবেন না অথবা এই আইনের ধারা ২২(ঘ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বৈষম্যমূলক কোনো ব্যবস্থা নিবেন না।

(২) কোনো পরিচালনকারীর বিরুদ্ধে উক্তরূপ কোনো বৈষম্য প্রদর্শন, অসুবিধা ঘটানো বা আনুকূল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে-

(ক) উক্ত অভিযোগের প্রাথমিক যৌক্তিকতা আছে বলিয়া কমিশন বিবেচনা করিলে অভিযোগ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, অভিযোগ সম্পর্কে তাহার লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য পরিচালনকারীকে ১৫ (পনের) দিনের একটি নোটিশ দিবে;

(খ) এতদবিষয়ে পরিচালনকারীর আচরণ যে বৈষম্যমূলক, অসুবিধা সৃষ্টিকারী বা আনুকূল্যমূলক নহে তাহা কমিশনের নিকট প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তাইবে পরিচালনকারীর উপর;

(গ) উক্ত অভিযোগ ও পরিচালনকারীর বক্তব্য বিবেচনান্তে কমিশন উপধারা (৩) অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) এর বিধান ভঙ্গ করিলে কমিশন পরিচালনকারীর উপর অনধিক ৩ (তিন) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে বা, ক্ষেত্রবিশেষে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য পরিচালনকারীকে নির্দেশ দিতে বা সংশ্লিষ্ট বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য উক্ত পরিচালনকারীকে নির্দেশ দিতে বা এইরূপ একাধিক বা সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সেবার মান ইত্যাদি

৩৬। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সেবার মান।- (১) উপধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, কমিশন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির কারিগরি দিক সম্পর্কে জাতীয় মান (Standards) ও মানদণ্ড (Criteria) নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে।

(২) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন-

(ক) এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণির যন্ত্রপাতির বিভিন্ন মান, মানদণ্ড এবং ইহা পালিত হইতেছে কি না তাহা যাচাইয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারে;

(খ) সরকারি গেজেটে এবং অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বা অনলাইন মিডিয়ায় বা কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি নোটিশ দ্বারা মান, মানদণ্ড সম্পর্কে নির্ধারণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিবে এবং ইহাতে প্রস্তাবিত মান ও মানদণ্ড সম্পর্কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জনসাধারণের নিকট হইতে মন্তব্য বা পরামর্শ আহবান করিবে, এবং এইরূপ মান, মানদণ্ড ও পদ্ধতি কখন হইতে কার্যকর হইবে তাহাও প্রকাশ করিবে;

(গ) দফা (খ) এর অধীনে কোনো মন্তব্য বা পরামর্শ পাওয়া গেলে কমিশন উহা বিচেনান্তে সংশ্লিষ্ট মান, মানদণ্ড ও পদ্ধতি চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করিবে এবং উহা পুনরায় একইভাবে প্রকাশ করিবে;

(ঘ) বেতার যন্ত্রপাতি ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতির মান এবং প্রযোজ্য কারিগরি শর্তাবলি নির্ধারণ করিতে পারে।

(৩) এই ধারার অধীনে মান ও মানদণ্ড এবং উহা যাচাইয়ের পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশন একটি নিরাপদ, আধুনিক ও দক্ষ টেলিযোগাযোগ সেবা এবং আন্তঃসংযোগের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রাখিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) এই ধারার অধীনে মান ও মানদণ্ড এবং তৎসম্পর্কিত লাইসেন্সের শর্তাবলি নির্ধারণ ব্যতীত, কমিশন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় বা লাইসেন্সযোগ্য সেবায় কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদনকারীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইবে কি না তৎসম্পর্কে কোনো বাধা-নিষেধ আরোপ করিবে না।

(৫) প্রান্তিক যন্ত্রপাতির নাম, বিবরণ (Specification), কারিগরি মান ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ করিয়া কমিশন সময় সময় নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে।

(৬) প্রান্তিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ এবং উহা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি উক্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করিবেন।

(৭) কমিশন প্রবিধান দ্বারা, বা ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সময় সময় প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবার জন্য বিভিন্ন মান নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ মান অনুসারে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের লাইসেন্সধারী বাধ্য থাকিবেন।

(৮) উপধারা (১) এর অধীনে কোনো সেবার মান নির্ধারিত হইলে গ্রাহকগণ যাহাতে সহজে উক্ত মান সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন তজ্জন্য কমিশন সময় সময় প্রচারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৭। উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিরর বিকাশ- রেগুলেটরী স্যান্ডবক্সঃ কমিশন, টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে নতুনত্ব ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে উৎসাহিত ও সহজতর করিবার জন্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য, এক বা একাধিক রেগুলেটরী স্যান্ডবক্স তৈরি করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য, "রেগুলেটরী স্যান্ডবক্স" শব্দটি দ্বারা এমন একটি সরাসরি পরীক্ষার পরিবেশকে বোঝানো হইয়াছে যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যবহারকারীর জন্য কিছু শর্ত শিথিলকরণের সাথে এই আইনের বিধান থেকে নতুন পণ্য, পরিষেবা, প্রক্রিয়া এবং ব্যবসায়িক মডেল চালু করা।

৩৮। ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা (Interference) অনুসন্ধান ইত্যাদি।- (১) কমিশন ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে এবং যে ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বেতার যন্ত্রপাতি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি আছে বলিয়া কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহাকে উক্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বন্ধ রাখিবার আদেশ দিতে পারে বা আদেশে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উহা যথাযথ মেরামত বা পরিবর্তন করার নির্দেশ দিতে পারে যেন উক্ত প্রতিবন্ধকতা আর না থাকে, এবং উক্ত আদেশ উক্ত ব্যক্তি পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ লংঘন করেন বা উহা পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা অনুসন্ধানের জন্য পরিবীক্ষণ বা সতর্ক তত্তাবধান (Surveillance) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্বলিত মুদ্রিত দলিলে কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত থাকিলে বা এইরূপ পরিবীক্ষণ বা তত্তাবধানের প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক কৌশল অবলম্বনে প্রাপ্ত তথ্যকে উক্ত কর্মকর্তা সত্যায়ন করিলে উহা উক্ত প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব প্রমাণের সাক্ষ্য হিসাবে কমিশন কর্তৃক গৃহীত বা আদালতের কার্যধারায় গ্রহণযোগ্য হইবে।

৩৯। টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও টেলিযোগাযোগ পরিষেবার সুরক্ষা-। (১) কমিশন টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করিয়া নিরাপদ ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিধি-বিধান/গাইডলাইন/নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(২) সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট বা উদ্ভুত, প্রেরিত, গৃহীত অথবা সংরক্ষিত ট্রাফিক বা ইন্টারনেট ডাটা সংগ্রহ, পর্যালোচনা করার কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। এখানে ট্রাফিক বা ইন্টারনেট ডাটা বলিতে বুঝাইবে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কে উৎপন্ন, প্রেরিত, প্রাপ্ত বা সংরক্ষিত কোনো ডাটা, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত ডাটার ধরন রাউটিং, সময়কাল বা সময় সম্পর্কিত ডাটা, ডাটা প্যাকেট, আইপি ইত্যাদি তথ্যাদি।

(৩) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং টেলিযোগাযোগ পরিষেবার সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষে কমিশন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট বা উদ্ভুত, প্রেরিত, গৃহীত অথবা সংরক্ষিত ট্রাফিক বা ইন্টারনেট ডাটা সংগ্রহ, পর্যালোচনা করিবার কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে বা এতদ্‌কার্যক্রম টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী কর্তৃক করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

এখানে ট্রাফিক বা ইন্টারনেট ডাটা বলিতে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কে উৎপন্ন, প্রেরিত, প্রাপ্ত বা সংরক্ষিত কোনো ডাটা, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত ডাটার ধরন রাউটিং, সময়কাল বা সময় সম্পর্কিত ডাটা, ডাটা প্যাকেট, আইপি ইত্যাদি তথ্যাদি বুঝাইবে।

(৪) কমিশন টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা ব্যবস্থার সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ টেলিযোগাযোগ পরিকাঠামোর মান, নিরাপত্তা অনুশীলন, প্রয়োজনীয় উন্নয়ন এবং পরিচালনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কমিশন প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা ব্যবস্থার সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো মনিটরিং বা সাইবার আক্রমণ প্রতিহতকরণ যন্ত্রপাতি স্থাপন করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়
বেতার যোগাযোগ ও স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা

৪০। বেতার যন্ত্রপাতির জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা, এখতিয়ার, পদ্ধতি ইত্যাদি।- (১) কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স ব্যতিরেকে বাংলাদেশের ভূখন্ডে বা আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় বা উহার উপরস্থ আকাশসীমায় বেতার যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কোনো বেতার যন্ত্রপাতিতে কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যতীত অন্য কোনো ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করিবেন না।

(২) উপধারা (১) এর অধীন প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ইস্যুকরণ এবং বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দের একক এখতিয়ার থাকিবে কমিশনের।

(৩) উক্ত লাইসেন্স ইস্যুকরণ বা ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ, উহা নবায়ন, স্থগিতকরণ, বাতিলকরণের পদ্ধতি, লাইসেন্সধারীর যোগ্যতা, অযোগ্যতা, ফিস এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশনের সাধারণ বা বিশেষ সিদ্ধান্ত এই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স বা বরাদ্দকৃত তরঙ্গ বা ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর যোগ্য নহে। তবে কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে তরঙ্গ বিক্রয় (Trading), শেয়ারিং (Sharing), লিজিং (Leasing) এবং সমর্পন (Surrender) করা যাইতে পারে। অন্যথায় তাহা ফলবিহীন হইবে।

(৫) তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য কমিশন তরঙ্গ ব্যান্ড রি-ফার্ম (Re-farm) করিতে পারিবে।

(৬) উক্ত লাইসেন্সের ক্ষেত্রে ধারা ২৮(২) এর দফা (ঝ) প্রযোজ্য হইবে।

(৭) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উপধারা (১) এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না:-

(ক) পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস, কোষ্ট গার্ড, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহ এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক, উহাদের স্বীয় প্রয়োজনে, বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালনা, বা ব্যবহার;

(খ) সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা কোনো গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক উহার স্বীয় প্রয়োজনে, বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালনা, বা ব্যবহার;

(গ) রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত কোনো যুদ্ধ জাহাজ বা সামরিক বিমানসহ অন্যান্য যানবাহনে বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালনা, বা ব্যবহার:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপধারায় উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে কমিশনের বরাদ্দ ব্যতীত কোনো বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা যাইবে না।

(৮) কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর বিধান লংঘনক্রমে লাইসেন্স ব্যতিরেকে বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালন বা ব্যবহার করিলে বা কমিশনের বরাদ্দ না লইয়া কোনো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করিলে তাহার উক্ত কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত

অপরাধ অব্যাহতভাবে সংগঠিত হইলে অব্যাহত মেয়াদের প্রথম দিনের পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থ দণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৪১ । স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি।- (১) কমিশন, এই আইন প্রবর্তনের পর যতশীঘ্র সম্ভব, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবস্থাপনার জন্য স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি, অতঃপর এই অধ্যায়ে কমিটি বলিয়া উল্লিখিত, গঠন করিবে।

(২) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একজন কমিশনার ও অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে এবং কমিটির সভাপতি হইবেন।

(৩) এইরূপ কমিটি গঠন করা হইলে কমিশন কমিটি গঠনের বিষয়টি অবিলম্বে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবে এবং মন্ত্রণালয় এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং ফ্রিকোয়েন্সি ও ওয়ারলেস বোর্ডের নিকট নিস্পন্নাধীন বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণের আবেদনসহ অন্যান্য বিষয় ও উহার সামগ্রিক কার্যভার কমিটির নিকট হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনী সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে; এইরূপ হস্তান্তরের পর উক্ত বোর্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।

(৪) কমিশনের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনা সাপেক্ষে, কমিটি উহার সভা অনুষ্ঠান, কার্য পরিচালনা, সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) এই অধ্যায়ের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ এবং বেতার ফ্রিকোয়েন্সির মূল্য ধার্যকরণের নীতি নির্ধারণের জন্য কমিশনের নিকট সুপারিশ;

(খ) সম্প্রচার, বিভিন্ন লাইসেন্সধারী ও সংস্থার ব্যবহার্য বেতার যন্ত্রপাতি ও সেবার জন্য বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের পদ্ধতি ও সময়সীমা নির্ধারণ, এবং উহা বাতিল বা সংশোধন সম্পর্কে কমিশনের নিকট সুপারিশ;

(গ) বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের পদ্ধতি ও সময়সীমা নির্ধারণ, এবং উহা বাতিল বা সংশোধন সম্পর্কে কমিশনের নিকট সুপারিশ;

(ঘ) বেতার ফ্রিকোয়েন্সির আন্তর্জাতিক ও বহুমুখী ব্যবহারের সমন্বয় সাধন ও উহার খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন; এবং উহা অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন ও সময় সময় অনুমোদিত নীতিমালা পুনরীক্ষণ (Revision);

(ঙ) বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের (Band) যথাযথ ব্যবহার এবং উন্নততর তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যান্ড ব্যবহারের বিষয় পুনরীক্ষণ;

(চ) বেতার যন্ত্রপাতি বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতির ব্যাপারে প্রযোজ্য কারিগরি মান নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুর সুপারিশ;

(ছ) বেতার যন্ত্রপাতির লাইসেন্সের ব্যাপারে কমিশনের নিকট সুপারিশ;

(জ) বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই আইন ও প্রবিধানের বিধানাবলি পালিত হইতেছে কি না তাহা পরিবীক্ষণ এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কিছু করণীয় থাকিলে সে বিষয়ে কমিশনের নিকট সুপারিশ।

(৬) উপধারা (৫) এ উল্লিখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি ছাড়াও কমিশন অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য কমিটিকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৭) উপধারা (৫) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে, কমিটি আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন বা উহার সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি বা সংস্থার সুপারিশকৃত এবং প্রযোজ্য মানদণ্ড যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিবে।

(৮) বেতার যন্ত্রপাতির লাইসেন্স, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ প্রাপ্তির জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে, এবং কমিশন, আবেদনটি প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উহার মন্তব্যসহ (যদি থাকে) উহা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে এবং ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর কমিটি তৎসম্পর্কে উহার সুপারিশ ও মন্তব্যসহ কমিশনের নিকট পেশ করিবে।

DRAFT

(৯) কমিটির সুপারিশ ও মন্তব্য বিবেচনান্তে কমিশন সংশ্লিষ্ট দরখাস্তকারীর অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যু, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ ও কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং এইরূপ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি কমিটির সুপারিশক্রমে কমিশন নির্ধারণ করিবে।

৪২। বেতার যোগাযোগ (Radiocommunication) **গবেষণা এবং কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ**।- (১) যে টেলিযোগাযোগ বা বেতার যন্ত্রপাতি বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদের প্রয়োজন হয় তাহা কমিশন, প্রযোজ্য শর্তসহ, ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা স্বীয় ওয়েবসাইটে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বা প্রবিধান দ্বারা বা প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি বা প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী কারিগরি গ্রহণযোগত্যা সনদের প্রয়োজন হয় এইরূপ যন্ত্রপাতি, উক্ত সনদ অনুযায়ী ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ব্যবহার, বিতরণ, পরিবেশন, ইজারা দান, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব বা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।

(৩) কোনো ব্যক্তি উপধারা (২) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তিনি তজ্জন্য ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) উপধারা (১) এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতির ব্যাপারে কমিশন-

(ক) স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ধারা ৪১ (৫) (চ) অনুযায়ী নির্ধারিত মান সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন বা বিজ্ঞপ্তি আকারে ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করিবে; বা

(খ) প্রবিধান দ্বারা সংশ্লিষ্ট কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যু, নবায়ন, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণের পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে এবং এইরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে।

(৫) এই ধারার অধীনে ইস্যুকৃত কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ উহাতে উল্লিখিত মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকিবে এবং মেয়াদান্তে উহা কমিশন কর্তৃক নবায়নযোগ্য হইবে।

(৬) কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুকরণ, নবায়ন, বাতিলকরণ ও স্থগিতকরণের পদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট ফিস প্রবিধান দ্বারা বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশনের প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৭) উন্নত বেতার তরঙ্গ প্রকৌশল ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষা এবং পলিসি গবেষণার জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিবে।

(৮) বেতার যন্ত্রপাতির কারিগরি গ্রহণযোগ্যতার সনদ ইস্যুর জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় টেস্ট এবং সার্টিফিকেশন ল্যাবরেটরি স্থাপন করিবে।

৪৩। তরঙ্গ পরিবীক্ষণ এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির নির্গমন ও নিয়ন্ত্রণ।- (১) বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে এইরূপ আর্ন্তজাতিক চুক্তির বিধান এবং পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২১ নং আইন) ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে কমিশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশের ভূখন্ডে আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় (Territorial Waters) এবং উক্ত ভূখন্ড ও সমুদ্রসীমার উপরস্থ আকাশে বেতার যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা হইতে সকল প্রকার তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তির নির্গমন (Emission), পরিবীক্ষণ ও উহার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) "কমিশনের বরাদ্দ ব্যতীত তরঙ্গের অবৈধ ব্যবহার রোধকরণ এবং তরঙ্গের ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা (Harmful Interference) নিরসনের জন্য একটি শক্তিশালী ও কার্যকরী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ (Spectrum Monitoring) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।"

নবম অধ্যায়

গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

৪৪। গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান এবং গ্রাহক স্বার্থ।- (১) এই আইনের অধীন টেলিযোগাযোগ সেবা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রাহকগণের অসুবিধা বা অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিযোগ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবে এবং এই সব কেন্দ্রের অবস্থান ও উহার সহিত যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ স্বীয় ওয়েবসাইটে এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত জাতীয় পর্যায়ের অন্যূন দুইটি বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় সময় সময় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে।

(২) যে-কোনো গ্রাহক তাহার অসুবিধা বা অভিযোগ উক্ত কেন্দ্রে টেলিফোন বার্তার মাধ্যমে বা লিখিতভাবে বা অনলাইনের মাধ্যমে পেশ করিতে পারিবেন।

(৩) গ্রাহকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল অভিযোগ এবং উহা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য উক্ত কেন্দ্রে একটি ইলেকট্রিক্যাল বা ম্যানুয়াল রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) গ্রাহকগণের অসুবিধা সংক্রান্ত কোনো তথ্য বা অভিযোগ প্রাপ্তির পর সেবা প্রদানকারী উহা অবিলম্বে নিষ্পত্তি করিবে এবং এই ব্যাপারে কমিশন কর্তৃক প্রণীত কার্যপদ্ধতি (Code of Practice) অনুসরণ করিবে।

(৫) কোনো গ্রাহক তাহার অসুবিধা বা অভিযোগ সম্পর্কে সেবা প্রদানকারীকে অবহিত করা সত্তেও উহা যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে নিষ্পত্তি না করা হইলে উক্ত গ্রাহক কমিশনের নিকট লিখিতভাবে বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৬) এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কমিশন উক্ত অসুবিধা বা অভিযোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর সেবা প্রদানকারীর করণীয় সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৭) উপধারা (৬) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালন করা না হইলে কমিশন ধারা ৪৬ এর অধীন বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(৮) গ্রাহক/ব্যবহারকারীর সুরক্ষার ব্যবস্থা বলিতে বুঝাইবে -

(ক) এই ধারায় “সুনির্দিষ্ট বার্তা বা বিশেষায়িত বার্তা বলতে এমন বার্তাকে বুঝাইবে যা কি না বিজ্ঞাপন অথবা পন্যের প্রচার, পরিষেবা, ব্যবসায়িক সুযোগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ, বিনিয়োগের সুযোগ বুঝাইবে যা কি না।

(i) পণ্য, পরিষেবা, স্বার্থ/অধিকার অথবা সুযোগ এর বিষয়গুলো সত্য বা বাস্তবসম্মত, অথবা

(ii) আইনগতভাবে যে সকল পণ্য, পরিষেবা বা সুযোগ গ্রহণ করা বৈধ।

(খ) ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক যে-কোনো আইন ও বিধি-বিধানের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে, ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(i) কোনো প্রকার সুনির্দিষ্ট বার্তা বা বিশেষায়িত বার্তা বা বিশেষ শ্রেণির বার্তা প্রেরণ করিবার পূর্বে গ্রাহক/ব্যবহারকারীর পূর্ব সম্মতি;

(ii) " Do Not Disturb" নামে পরিচিত এক বা একাধিক রেজিস্টার প্রস্তুতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে পূর্বসম্মতি ব্যতীত ব্যবহারকারীগণ সুনির্দিষ্ট বার্তা বা বিশেষায়িত বার্তা বা বিশেষ শ্রেণির বার্তা গ্রহণ করবেন না।

(iii) এই ধারার পরিপন্থী বা লঙ্ঘন করে এমন অযাচিত বা বিশেষায়িত বার্তা গ্রহণের বিষয়ে গ্রাহকের অভিযোগ দাখিল করার পদ্ধতি বা ব্যবস্থা স্থাপন করা।

(গ) অনুমোদিত টেলিযোগাযোগ পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের টেলিযোগাযোগ পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল করার অনলাইন পদ্ধতি স্থাপনকরণ এবং নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমিশন প্রয়োজনে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিব।

(ঘ) টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অননুমোদিতভাবে গ্রাহকের তথ্য প্রকাশ বা হস্তান্তর বা ভিন্নতর ব্যবহার করিতে পারিবে না। এ তথ্য শুধুমাত্র গ্রাহকের চাহিত পরিষেবার কার্যে ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৯) গ্রাহক বা ব্যবহারকারীর দায়িত্ব-

(ক) কোনো গ্রাহক টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণের সময় মিথ্যা বা অসত্য, তথ্য গোপন অথবা অন্য ব্যক্তির পরিচয় ব্যবহার করতে পারিবে না ।

(খ) টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণের জন্য এই আইনের অধীনে গ্রাহকে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করিতে হইবে।

দশম অধ্যায়

পরিদর্শন, বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন, নিষেধাজ্ঞা ও প্রশাসনিক জরিমানা

৪৫। পরিদর্শক নিয়োগ, পরিদর্শকের ক্ষমতা, প্রত্যয়নপত্র বা প্রতিবেদনের প্রাথমিক সত্যতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন উহার যে-কোনো কর্মকর্তাকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে, একজন পরিদর্শক উপধারা (৪) সাপেক্ষে-

(ক) যে-কোনো যুক্তিসংগত সময়ে যে-কোনো স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যদি তাহার এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, উক্ত স্থানে-

(অ) এই আইনের অধীনে অনুমোদিত নহে এইরূপ বেতার যন্ত্রপাতি বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি আছে বা ব্যবহার করা হইতেছে; বা

(আ) এই আইনের অধীনে অনুমোদিত নহে এইরূপ কোনো টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি আছে; বা

(ই) প্রয়োজনীয় লাইসেন্স পারমিট ব্যতিরেকে বা উহার শর্ত ভঙ্গ করিয়া টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান বা বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন বা পরিচালনা করা হইতেছে;

(খ) উক্ত যন্ত্রপাতি পাওয়া গেলে উহা পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(গ) উক্ত স্থানে দৃষ্ট যে-কোনো লগবুক, প্রতিবেদন, উপাত্ত, নথিপত্র, বিল বা অন্যবিধ দলিল পরীক্ষা করিতে পারিবেন, যদি তিনি যুক্তিসংগত কারণে মনে করেন যে, এই আইন বা প্রবিধান বা তদধীনে কমিশন প্রদত্ত নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রয়োগের জন্য উক্ত পরীক্ষা প্রয়োজন, এবং তিনি উহার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষের অনুলিপি বা ফটোকপি; বা প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও (Extract) সংগ্রহ করিতে পারেন;

(ঘ) উক্ত ব্যবস্থা বা যন্ত্রপাতি দখলকার, ব্যবহারকারীর বা নিয়ন্ত্রণকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন এবং তাহার পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে এবং উক্ত যন্ত্রপাতি সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তাহা আটক করিতে পারেন;

(ঙ) যে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা প্রদানের জন্য যে যন্ত্রপাতি অনুমোদিত নহে উহা আটকের জন্য কমিশনের নিকট সুপারিশ করিতে পারেন।

(৩) উপধারা (২)(ঙ) অনুযায়ী প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনান্তে কমিশন উক্ত যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবে এবং এইরূপ আটককৃত যন্ত্রপাতি আপাতঃ দৃষ্টে মালিকবিহীন হইলে উহা কমিশনে ন্যস্ত হইবে, এবং পরবর্তীতে অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কোনো ব্যক্তি উক্ত যন্ত্রপাতির মালিকানা দাবী করিলে, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর, কমিশন তাহাকে উহা ফেরত দিতে পারিবে বা কমিশনের বিবেচনামতে অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (২) এ উল্লিখিত স্থানে কাহারো আবাসস্থল হইলে, পরিদর্শক উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তত্তাবধানকারীর সম্মতি ব্যতীত, সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তিনি উক্ত সম্মতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করিতে পারেন:-

(ক) যদি উপধারা (৫) এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ারেন্ট ইস্যু করিয়া থাকেন; বা

(খ) যদি এমন বিশেষ পরিস্থিতি থাকে যে, ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করা বাস্তবসম্মত নহে।

ব্যাখ্যা।- এই উপধারার উদ্দেশ্য পুরণকল্পে ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়ারেন্ট সংগ্রহজনিত বিলম্বের কারণে জীবন, সম্পত্তি বা সংঘটিত অপরাধের সাক্ষ্যের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন বা সাক্ষ্য বিনষ্ট বা অপসারিত হইতে পারে; এইরূপ পরিস্থিতি দফা (ক) এর আওতায় বিশেষ পরিস্থিতি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) পরিদর্শকের কোনো প্রতিবেদন অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সত্যতার প্রত্যায়নসহ প্রদত্ত কোনো তথ্যের ভিত্তিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে-

(ক) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত কোনো আবাসস্থলে প্রবেশ করা পরিদর্শকের প্রয়োজন; এবং

(খ) উহাতে প্রবেশের জন্য সম্মতি দেওয়া হয় নাই, বা ইহা বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ আছে যে, সম্মতি দেওয়া হইবে না; তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের আবেদনক্রমে একজন প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত পরিদর্শককে উক্ত গৃহে প্রবেশের ক্ষমতা দিয়া এবং যথাযথ ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের ক্ষমতাসহ একটি ওয়ারেন্ট ইস্যু করিতে পারেন, এবং এইরূপ ওয়ারেন্টে পরিদর্শকের নাম উল্লেখ করিবেন ও প্রয়োজনবোধে কোনো শর্তও আরোপ করিতে পারিবেন।

(৬) উপধারা (৫) এর অধীনে ইস্যুকৃত ওয়ারেন্টবলে কোনো আবাসস্থলে প্রবেশের ক্ষেত্রে, পরিদর্শক বল প্রয়োগ করিবেন না; যদি তাহার সঙ্গে কোনো পুলিশ ফোর্স না থাকে।

(৭) পরিদর্শক কোনো স্থানে প্রবেশ করিলে তাহাকে উহার দখলকার বা তত্তাবধানকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিদর্শকের অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহসহ অন্যবিধ সকল যুক্তিসংগত সহায়তা করিবেন, যাহাতে এই আইনের অধীন দায়িত্ব পরিদর্শক যথাযথভাবে পালন করিতে পারেন।

(৮) এই আইনের অধীন পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনকালে কোনো ব্যক্তি-

(ক) পরিদর্শককে বাধা দিবেন না বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবেন না, অথবা

(খ) স্বজ্ঞানে কোনো মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য, মৌখিক হউক বা লিখিত হউক, পরিদর্শকের নিকট উপস্থাপন করিবেন না।

(৯) কোনো ব্যক্তি উপধারা (৮) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০০ (একশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(১০) এই আইনের বিধান মোতাবেক কোনো পরিদর্শকের পরিদর্শন বা পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত প্রত্যয়নপত্র বা প্রতিবেদনে উক্ত পরিদর্শকের দস্তখত আছে বলিয়া আপাতঃদৃষ্টে বিবেচনা করা হইলে উক্ত প্রত্যয়নপত্র বা প্রতিবেদন এই আইনের অধীন যে-কোনো কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে, এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে উহাতে বিধৃত বিষয়গুলিই হইবে উক্ত পরিদর্শন বা পরীক্ষণের প্রমাণ।

(১১) উপধারা (১০) এ উল্লিখিত প্রত্যয়নপত্র বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালতে কোনো কার্যধারা সূচনা করার পূর্বে কমিশন উক্ত প্রত্যয়নপত্র বা প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার সর্বশেষ কর্মস্থলে বা বাসস্থলে প্রেরণ করিবে৷

(১২) অভিযুক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শককে আদালতের কার্যধারায় জেরা করার উদ্দেশ্যে তাহাকে হাজির হইবার নির্দেশ দেয়ার জন্য আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারে।

৪৬। বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ ইস্যুকরণ এবং উহার লংঘনের দণ্ড।- (১) কোনো লাইসেন্সধারী বা পারমিটের বা সনদের ধারক যদি-

(ক) এই আইন বা প্রবিধানের কোনো বিধান বা লাইসেন্স বা পারমিট বা নির্দেশ বা নির্দেশনার (Directives) আওতায় পরিচালিত ব্যবস্থা বা সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো শর্ত লংঘন করেন; বা

(খ) ভুল তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে লাইসেন্স বা পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ হাসিল করিয়া থাকেন,

তাহা হইলে কমিশন একটি নোটিশের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি বা লাইসেন্সধারী বা পারমিট বা সনদের ধারককে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই মর্মে লিখিত কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিতে পারিবে যে কেন তাহার বিরুদ্ধে একটি বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ (Enforcement Order) ইস্যু বা উক্ত লাইসেন্স বা পারমিট বা সনদ বাতিল করা হইবে না।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত নোটিশে লংঘনের প্রকৃতি এবং উহার সংশোধন বা প্রতিকারের জন্য করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা থাকিতে হইবে।

(৩) যদি উপধারা (১) এর অধীনে ইস্যুকৃত নোটিশের কোনো জবাব বা অভিযোগকৃত বিষয় সম্পর্কে কমিশনের নিকট সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করা হয় বা কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে উহার নির্দেশিত সংশোধন বা প্রতিকার না করা হয়, তাহা হইলে কমিশন লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক একটি আদেশ দ্বারা-

(ক) লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে পারিবে;

(খ) উক্ত লংঘনকারীর উপর অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা এবং উক্ত আদেশের পর যতদিন লংঘন চলিতে থাকে উহার প্রতিদিনের জন্য অনধিক অতিরিক্ত ০১ (এক) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারে; এবং

(গ) যথাযথ ক্ষেত্রে লাইসেন্স বা পারমিট বা সনদ স্থগিত বা বাতিল করিতে বা অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করিতে পারে।

(ঘ) লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষেত্রে কমিশন-

(অ) লাইসেন্সটি বাতিলের বিষয়ে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ব্যবস্থা নিতে পারিবে;

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য লাইসেন্সটি স্থগিত করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে;

(ঙ) উপধারা (ঘ) এর দফা (আ) এর অধীন লাইসেন্স স্থগিত করিলে উক্ত লাইসেন্স এর অধীন সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা, উন্নয়ন ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, নির্ধারিত শর্তে ও মেয়াদে প্রশাসক বা রিসিভার (Administrator or Receiver) নিয়োগ করিতে পারিবে; উক্তরূপ প্রশাসক বা রিসিভার নিয়োগ করা হইলে স্থগিতাদেশের মেয়াদ শেষে কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক উক্ত প্রশাসক বা রিসিভার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির মালিক বা মালিকের বৈধ উত্তরাধিকারীর নিকট তাঁহার হেফাজতে থাকাকালীন সময়ের হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবে।

(৪) উপধারা (৩) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থার কারণে কোনো প্রকার ক্ষতির জন্য লাইসেন্সধারী কোনো ক্ষতিপূরণের দাবী কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ দাবী উত্থাপিত হইলেও উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইবে।

৪৭। চলিত বা সম্ভাব্য লংঘনের ক্ষেত্রে কমিশনের নিষেধাজ্ঞা।- (১) কমিশন যদি মনে করে যে, কোনো ব্যক্তি এমন কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন বা করিতেছেন যাহার ফলে এই আইন, প্রবিধান, লাইসেন্স বা পারমিটের কোনো শর্ত বা কমিশনের নির্দেশ বা নির্দেশনা লংঘিত হইতেছে বা হইবে, তাহা হইলে উক্ত কাজ হইতে কেন তিনি বিরত থাকিবেন না সেই মর্মে ৭ (সাত) দিনের একটি লিখিত নোটিশ দিয়া তৎসম্পর্কে তাহার লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে তাহার কোনো বক্তব্য থাকিলে উহা বিবেচনান্তে কমিশন উক্ত কাজ হইতে বিরত থাকিবার জন্য বা উক্ত কাজ সম্পর্কে কমিশনের বিবেচনায় অন্যবিধ নির্দেশ দিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন যদি সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত লংঘন বা সম্ভাব্য লংঘনের প্রকৃতি এমন যে অবিলম্বে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত কাজ হইতে বিরত রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে কমিশন উক্ত নোটিশ জারির সময়েই তাহাকে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে পারিবে যে, বিষয়টি সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত লংঘন বা সংশ্লিষ্ট কাজ হইতে বিরত থাকিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে কোনো নির্দেশ দেওয়া হইলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কাজ হইতে বিরত থাকিবেন বা ক্ষেত্রমত কমিশনের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিবেন।

(৩) উক্ত ব্যক্তি উপধারা (২) এর বিধান লংঘন করিলে কমিশন তাহার উপর অনধিক ১০০ (একশত) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত জরিমানা পরিশোধ না করা হইলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪৮। প্রশাসনিক জরিমানা।- (১) এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার যে সকল বিধানে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহার অতিরিক্ত হিসাবে কমিশন, এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার কোনো বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীনে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ সত্ত্বেও লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাইবে।

আরও শর্ত থাকে যে, সরকার ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে ধারা ২৬(১), ৪০(১) এবং ৪২(২) লংঘনের ক্ষেত্রে এইরূপ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা করা যাইবে না।

(২) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার যে সকল বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপণীয় সেই সকল ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট ধারা বা বিধি বা প্রবিধানের অধীনে কার্যক্রম গ্রহণ না করিলে, সেই ক্ষেত্রে কমিশন লংঘনকারীকে এই মর্মে একটি নোটিশ দিবে যে, তিনি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর তাহার দোষ স্বীকার করিয়া নোটিশে নির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানা উহাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানের মাধ্যমে দায়মুক্ত হইতে পারেন এবং এই ব্যাপারে তাহার কোনো বক্তব্য থাকিলে তাহাও উপস্থাপন করিবেন।

(৩) উপধারা (২) এ উল্লিখিত লংঘনের ব্যাপারে-

(ক) এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রাসংগিক তথ্যাদিসহ নির্ধারিত নোটিশের ফরম পূরণ এবং দস্তখত করিয়া উক্ত নোটিশ-

(অ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করিবেন; অথবা

(আ) উক্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার জানামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ বাসস্থান বা কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন;

(খ) অভিযোগকৃত লংঘনের যে সকল বিষয় বিবেচনা ও যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে এবং দোষ স্বীকারের ক্ষেত্রে আরোপণীয় প্রশাসনিক জরিমানার পরিমাণ কত হইবে তাহাও নোটিশে উল্লেখ করিবেন;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত লংঘন-

(অ) স্বীকার করিয়া নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক জরিমানা জমা দিতে পারেন;

(আ) স্বীকার করতঃ লংঘনের পরিস্থিতি বর্ণনাক্রমে উক্ত জরিমানা কমানোর জন্য নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিশন সমীপে আবেদন করিতে পারেন; বা

(ই) অস্বীকার এবং উহার সমর্থনে তাহার লিখিত বক্তব্য ও প্রয়োজনীয় দলিল বা তথ্য পেশ করিয়া উক্ত জরিমানার দায় হইতে অব্যাহতির জন্য নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিশন সমীপে আবেদন করিতে পারেন।

(৪) উপধারা (৩)(গ) এর উপদফা (আ) বা (ই) এর অধীনে আবেদন করা হইলে অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ধারা, বিধি বা প্রবিধানের অধীনে আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা কমানো জন্য বা উক্ত দায় হইতে অব্যহতির জন্য নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নোটিশ গ্রহীতা তাহার লিখিত বক্তব্য দাখিল করিলে কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা সমগ্র বিষয়টি বিবেচনাক্রমে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে সিদ্ধান্তের অনুলিপি প্রদান করিবেন।

(৫) উপধারা (৪) এর অধীনে সিদ্ধান্ত প্রদান তারিখের অনধিক ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত পুনরীক্ষণের (Revision) জন্য কমিশনের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারেন, এবং এইরূপ আবেদন সম্পর্কে কমিশন সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক ও আবেদনকারীকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৬) লংঘনকারী উপধারা (৩) এর অধীনে প্রেরিত নোটিশে অভিযোগকৃত লংঘন স্বীকার করিয়া প্রশাসনিক জরিমানার অর্থ জমা দিলে বা উপধারা (৪) বা (৫) এর অধীনে তাহার অনুকূলে দায় মুক্তির সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হইলে তদানুযায়ী তিনি দায়মুক্ত হইবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত লংঘন অপরাধ হিসাবে বা প্রদত্ত জরিমানা অর্থদন্ড হিসাবে গণ্য হইবে না।

(৭) কোনো লংঘনকারী এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার অধীনে তাহার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা জমা না দিলে বা নোটিশের প্রেক্ষিতে হাজির না হইলে উক্ত লংঘন একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তদনুসারে লংঘনকারীর বিচার হইবে।

(৮) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার যে সকল বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপণীয় সেই সকল ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে কার্যক্রম গ্রহণ করিলে, এই ধারার উপধারা (৪), (৫), (৬) ও (৭) এর বিধান অনুসৃত হইবে।

একাদশ অধ্যায়
অপরাধ, দন্ড, তদন্ত ও বিচার

৪৯। বেতার ও টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে মিথ্যা বার্তা ইত্যাদি প্রেরণের দন্ড।- (১) কোনো ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মিথ্যা বা প্রতারণামূলক বিপদ সংকেত, বার্তা বা আহবান প্রেরণ করিবেন না বা তাহা করাইবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি যদি-

(ক) উপধারা (১) এর বিধান লংঘন করেন; বা

(খ) আইনানুগ কারণ ব্যতিরেকে, যদি এমনভাবে কোনো যন্ত্রপাতি বা কৌশল বা উহার কোনো অংশ ব্যবহার, স্থাপন পরিবর্তন বা পরিচালনা করেন বা উহার দখলে রাখেন যে, উক্ত যন্ত্রপাতি বা কৌশল বা উহার অংশবিশেষ উপধারা (১) লংঘনক্রমে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতেছে বা উক্তরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছিল মর্মে বিবেচনা করা যায়,

তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ১০০ (একশত) কোটি টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫০। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির পরিপন্থী কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনার দন্ড।- (১) কোনো ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া যদি এমন কোনো সংকেত, বার্তা বা আহ্বান প্রেরণ করেন যাহা জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির পরিপন্থী, দেশদ্রোহীমূলক অথবা জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ, বিভেদ এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা যাহা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বা প্রতিরক্ষায় ক্ষতিকর অথবা বাংলাদেশের সহিত বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সংরক্ষণে ক্ষতিকর অথবা বাংলাদেশের নিরাপত্তা, জননিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলায় ক্ষতিকর অথবা আইনের শাসন অথবা আইন ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণে হস্তক্ষেপ, উৎসাহ অথবা উত্তেজিত করে অথবা জনসাধারণ কিংবা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে অথবা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বা আর্থিক স্বার্থে ক্ষতিকর, তাহা হইলে তাহার এই কাজটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি যদি উপধারা (১) এর অধীন কোনো কার্য সংঘটন করেন বা সংঘটনে সহায়তা করেন তাহা হইলে কমিশন কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্ত সংকেত, বার্তা বা আহ্বান বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য যে-কোনো টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) যদি কোনো টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী উপধারা (২) এ বর্ণিত কমিশনের কোনো নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন না করে তাহা হইলে উহাও একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর অথবা ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৫১। বেতার যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দন্ড।- (১) কোনো ব্যক্তি-

(ক) আইনানুগ কারণ ব্যতীত বেতার যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগে বাধা দিবেন না বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবেন না; বা

(খ) কোনো বেতার যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগ-এর পথ রুদ্ধ করিবেন না অথবা রুদ্ধকৃত এই যোগাযোগ কোনো কাজে লাগাইবেন না অথবা উহাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিবেন না, যদি এই কাজে উক্ত যোগাযোগ সূচনাকারী ব্যক্তির বা তিনি যাহার নিকট প্রেরণের উদ্দেশ্যে উক্ত যোগাযোগ সূচনা করেন তাহার অনুমোদন বা সম্মতি না থাকে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫২। কর্মচারী কর্তৃক টেলিযোগাযোগ বা বেতার যন্ত্রপাতি অপব্যবহারের দন্ড।- (১) কোনো পরিচালনকারীর কোনো কর্মচারী-

(ক) টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে এমন বার্তা প্রেরণ করিবেন না যাহা তাহার জানামতে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বা কোনো টেলিযোগাযোগ সেবার দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্থ করিতে পারে বা কোনো ব্যক্তির জীবন বা কোনো সম্পত্তির নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত করিতে পারে;

(খ) তাহার দায়িত্ব পালনকালে-

(অ) টেলিযোগাযোগ বা বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে প্রেরিত এমন বার্তার প্রেরক বা প্রাপক বা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোনো টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবেন না, যে বার্তাটি গ্রহণের জন্য কমিশন উক্ত কর্মচারীকে বা উক্ত পরিচালনকারীকে ক্ষমতা প্রদান করে নাই;

(আ) কমিশন বা আদালতের কোনো আইনগত কার্যধারা (Legal Proceedings) বা উহার অনুবর্তী (Consequential) কার্যক্রমে প্রয়োজন ব্যতীত এমন বার্তা প্রেরক, প্রাপক বা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করিবেন না যে বার্তাটি তিনি শুধুমাত্র টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বা ব্যবহারের সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোনো তথ্য বা বার্তা বা অন্য কিছু প্রেরণকালে বা গ্রহণকালে উহার প্রেরক বা গ্রাহক বা কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্ত নেটওয়ার্কের কোনো অংশে বাধা সৃষ্টি করিবেন না বা উক্ত তথ্য বা বার্তা বা অন্য কিছুর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হইবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তাহার এই কাজ একটি অপরাধ হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫৩। অশ্লীল, অশোভন ইত্যাদি বার্তা প্রেরণের দন্ড।- যদি-

(ক) কোনো ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতির সাহায্যে কোনো অশ্লীল, ভীতি প্রদর্শনমূলক বা গুরুতরভাবে অপমানকর কোনো বার্তা প্রেরণের উদ্দেশ্যে উক্ত যন্ত্রপাতির পরিচালন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করেন, বা

(খ) উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি সজ্ঞানে বা ইচ্ছাকৃতভাবে উক্তবার্তা প্রেরণ করেন, বা

(গ) কোনো ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতির সাহায্যে অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট অশ্লীল, গুরুতরভাবে অপমানকর, হুমকিমূলক কোনো বার্তা বা অন্য কোনো ভীতিকর বার্তা বা কোনো কথোপকথন বা ছবি বা ছায়াছবি প্রেরণ করেন,

তাহা হইলে দফা (ক) এর ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী এবং দফা (খ) এর ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী ও প্রেরণকারীর এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত প্রস্তাবকারী বা প্রেরণকারী বা, ক্ষেত্রমত, উভয়ে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং দফা (গ) এর ক্ষেত্রে প্রেরণকারী অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে এবং অনাদায়ে ০৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫৪। টেলিফোনে বিরক্ত করার দণ্ড ইত্যাদি।- (১) কোনো ব্যক্তি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, যদি অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট এইরূপে বারবার টেলিফোন করেন যে, উহা উক্ত অন্য ব্যক্তির জন্য বিরক্তিকর হয় বা অসুবিধার সৃষ্টি করে, তাহা হলে এইরূপে টেলিফোন করা একটি অপরাধ হইবে এবং উহার জন্য দোষী ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে এবং উহা অনাদায়ে অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত ধরনের টেলিফোন যাহার নিকট করা হয় তাহার বা তাহার পক্ষে অন্য কাহারো অভিযোগ এবং এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রদানের ভিত্তিতে, পরিচালনাকারী উক্ত উপধারায় বর্ণিত টেলিফোন কলের উৎস চিহ্নিতকরণ, উহার পথরোধ, পরিবীক্ষণ বা বাণীবন্ধকরণ করিতে বা এইরূপ কল যাহাতে সম্ভব না হয় উহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৫৫। টেলিফোনে আড়িপাতার দণ্ড।— কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তি ভাব বা তথ্যের বিনিময়কালে বা আলাপকালে যদি অন্য কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আড়িপাতেন, তাহা হইলে, এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৭৬ এর অধীন সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোয়েন্দা সংস্থা, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা বা আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থার কোনো কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

৫৬ । যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন, অনুপ্রবেশ, অবৈধ অবস্থান, পরিচালন কার্যে বাধা দান ইত্যাদির দণ্ড।- কোনো ব্যক্তি-

(ক) লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতির সাহায্যে টেলিযোগাযোগ বা বেতার যোগাযোগ পরিচালিত হয় এইরূপ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত উহাতে প্রবেশ করিলে;

(খ) উক্ত কার্যালয়ে যে-কোনোভাবে প্রবেশের পর উহা ত্যাগ করার জন্য উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তাহার অধীনস্ত কোনো ব্যক্তির অনুরোধের পরও সেখানে অবস্থান করিলে;

(গ) উক্ত যন্ত্রপাতি রহিয়াছে এইরূপ স্থানে প্রবেশের ব্যাপারে টাঙ্গানো নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া প্রবেশ করিলে;

(ঘ) উক্ত কার্যালয়ে বা স্থানে যে-কোনোভাবে প্রবেশ করিয়া সেখানে কর্তব্যরত কোনো ব্যক্তিকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধা দিলে; বা

(ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন বা উহা অবৈধভাবে অপসারণ করিলে বা অবৈধভাবে উহার কার্যক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্থ বা বিকল করিলে, তাহার কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০০ (একশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫৭। অন্যান্য অপরাধ ও দণ্ড।-(১) কোনো ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত যে-কোনো কাজ হইবে একটি অপরাধ, যথা-

(ক) লাইসেন্স বা পারমিটের শর্ত লংঘন করিয়া টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা বা সেবা প্রদান বা এইসবের সহায়ক কোনো কাজ;

(খ) তিনি যদি জানিতে পারেন যে বা তাহার এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, এই আইনের বিধান লংঘনক্রমে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে কোনো টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন করা বা চালু রাখা হইয়াছে বা উহা পরিচালন করা হইতেছে এবং তাহা সত্তেও উক্ত ব্যক্তি উহা ব্যবহার করিয়া বা উহার সাহায্যে কোনো তথ্য প্রেরণ বা গ্রহণ বা কোনো সেবা প্রদান বা এইসবের আনুষঙ্গিক কোনো কাজে ব্যবহার;

(গ) কোনো টেলিযোগাযোগ বা বেতার যোগাযোগ সংক্রান্ত কোনো সেবা গ্রহণের জন্য প্রদেয় চার্জ এড়ানোর উদ্দেশ্যে কোনো যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক বা অন্যবিধ কৌশল অবলম্বন;

(ঘ) লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের কাজে নিয়োজিত থাকাকালে উক্ত নেটওয়ার্কের সাহায্যে প্রেরিত কোনো বার্তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন বা বিকৃত করা বা উহার বিষয়বস্তুতে অবৈধ হস্তক্ষেপ;

(ঙ) কমিশনকে এমন তথ্য বা দলিল সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হওয়া বা অস্বীকার করা, যাহা এই আইন বা প্রবিধান অনুযায়ী কমিশন পাওয়ার অধিকারী এবং যাহা সরবরাহের জন্য কমিশন ১০ (দশ) দিনের নোটিশ দিয়াছে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এ উল্লিখিত যে-কোনো অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডে বা অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে এবং এই অপরাধ অব্যাহত থাকিলে এই অব্যাহত মেয়াদের প্রথম দিনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানের এমন বিধান লংঘন করেন যাহার জন্য এই আইনে বা প্রবিধানে কোনো সুনির্দিষ্ট দণ্ড নির্ধারিত নাই, তাহা হইলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়া সাপেক্ষে:

(ক) উক্তরূপ প্রথম লংঘনের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে;

(খ) উক্তরূপ পরবর্তী প্রতিটি লংঘনের জন্য অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) উপধারা (২) এর অধীনে কোনো দণ্ড আরোপ সত্তেও, সংশ্লিষ্ট অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অন্যান্য প্রতিকার লাভের অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না।

৫৮। অপরাধ সংঘটনে সহায়তা, প্ররোচনা ইত্যাদির দণ্ড।- কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন যে-কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করিলে, অথবা উক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দিলে বা ষড়যন্ত্র করিলে এবং উক্ত ষড়যন্ত্র বা প্ররোচনার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হইলে, উক্ত সহায়তাকারী, ষড়যন্ত্রকারী বা প্ররোচনাকারী উক্ত অপরাধের জন্য বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫৯। প্রবিধানে অপরাধ, দণ্ড, ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিধান।- কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) প্রবিধানে বা কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স বা পারমিটের শর্ত লংঘনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লংঘনকে অপরাধরূপে চিহ্নিত করা ও উহার জন্য ক্ষেত্রমত অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড আরোপ;

(খ) প্রবিধানে বা কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স বা পারমিটের শর্ত লংঘনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ এবং উহা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ, এইরূপ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হইবে অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকা।

৬০। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- (১) এই আইনের অধীন কোনো বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানি" বলিতে কোনো কোম্পানি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বুঝাইবে;

(খ) "পরিচালক" বলিতে কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোম্পানি কর্তৃক এই আইন বা প্রবিধানে বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় বা প্রধান কার্যালয় বা এইরূপ কার্যালয় না থাকিলে যে স্থান হইতে সাধারণতঃ উহার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় বা যে স্থানে অপরাধটি সংঘটিত হয় বা যে স্থানে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে পাওয়া যায় সেই স্থানের উপর এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতই হইবে যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত।

৬১। অপরাধের বিচার।- (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত সকল অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable) এবং ধারা ২৬, ২৮(২)(ঝ), ২৮(৩), ৪০, ৪২, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ব্যতীত অন্যান্য সকল অপরাধ জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ ও প্রশাসনিক জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে আপোষযোগ্য হইবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিদর্শক বা যে-কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে-কোনো কর্মকর্তার, যিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পরিদর্শক বা সম-পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, লিখিত রিপোর্ট ব্যতীত কোনো আদালত এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনো এখতিয়ারাধীন আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোনো অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও অনুসন্ধান করার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করা সত্তেও সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো কর্মকর্তা পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করেন নাই, অথচ উক্ত অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা রহিয়াছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা কমিশনকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ রিপোর্ট ব্যতিরেকে উক্ত অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবে, অথবা যথাযথ মনে করিলে উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিদর্শককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং অনুরূপ নির্দেশ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিতে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বাধ্য থাকিবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ আমলে লইতে পারিবে।

(৩) মেট্রোপলিটান এলাকায় মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটান এলাকা বহির্ভূত প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই আইন ও ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত সকল অপরাধের বিচার করিতে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

(৪) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোনো অপরাধের সহিত অন্য কোনো আইনে বর্ণিত অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় সম্পাদন করা সমীচীন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট উভয় অপরাধ আমলে লইয়া ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসারে মামলাটি, বিচারের জন্য প্রস্তুত করিয়া, অন্য আইনে বর্ণিত অপরাধ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইলে, বিচার নিষ্পন্নের জন্য মামলাটি, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করিবে, অথবা অন্য আইনে বর্ণিত অপরাধটি বা অপরাধগুলি দায়রা আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হইলে, বিচার নিষ্পন্নের জন্য মামালাটি, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট দায়রা আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালতে প্রেরণ করিবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট আদালত উপধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত একই মামলায় অন্তর্ভুক্ত সকল অপরাধের বিচার করিয়া সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক দন্ড আরোপ করিতে পারিবে এবং অপরাধ সংঘটনে জড়িত আলামতসমূহ, ধারা ৬৫ এর বিধান সাপেক্ষে, কমিশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের তলব অনুসারে উপস্থিত কোনো মামলার সাক্ষীকে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যাতিরেকে ফেরত দেওয়া যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতের সাধারণ দৈনিক কর্মসময় শেষ হওয়ার প্রাক্কালে যে মামলার শুনানী বা সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হয়, কর্মসময় শেষ হওয়ার পরও উক্ত মামলার শুনানী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান থাকিতে পারিবে।

(৭) অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

(৮) উপধারা (৭) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বিচারাকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বিষয়টি তাহার উর্ধ্বতন সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে; বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কোনো মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হইলে বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মামলা অপর কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করার জন্য চেয়ারম্যান বা তাঁহার

নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আইনজীবী সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ দরখাস্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালত মামলা স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবে।

(৯) উপধারা (৮) অনুসারে কোনো মামলা যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার যে পর্যন্ত কার্যসম্পাদন করিয়াছে তাহার পর হইতে অবশিষ্ট কার্যসম্পাদন করিবে এবং মামলার নথি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(১০) উপধারা (৭), (৮) ও (৯) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না করা হইলে তজ্জন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালত সংশ্লিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে সুপারিশ প্রেরণ করিবে এবং উক্তরূপ সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম ও ফলাফল উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে দাখিল করিবে।

(১১) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন, ২০২৪ কার্যকর হইবার পূর্বে যে সকল মামলা বিচারার্থে যে আদালতে প্রেরিত হইয়াছে সেই সকল মামলার বিচার সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন কার্যকর হয় নাই।

৬২। অপরাধের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের এবং তদন্ত পদ্ধতি।- (১) এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোনো অপরাধের তদন্ত করিবার জন্য কমিশন পরিদর্শক বা অন্য কোনো সংস্থা বা অন্য কোনো সংস্থার কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোনো অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণত কমিশনের পরিদর্শক অনুসন্ধান, মামলা দায়ের ও তদন্ত সম্পাদন করিবেন।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার প্রয়োজনবোধে জনশৃঙ্খলার স্বার্থে, উপধারা (২) এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোনো অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের করিবার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পুলিশ পরিদর্শক বা সম-পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণপূর্বক অনুসন্ধান, তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ও মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) অনুসন্ধানে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তথ্য পাওয়া মাত্রই অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট থানায় একটি এজাহার দায়ের করিবেন যাহা অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য হিসাব গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট থানা প্রচলিত বিধি বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উক্ত এজাহার প্রেরণ করিবে।

(৫) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কমিশন বহির্ভূত কর্মকর্তা হইলে তিনি এজাহারের একটি পাঠযোগ্য অনুলিপি বা ছায়ালিপি অবিলম্বে কমিশন সমীপে প্রেরণ করিবেন।

(৬) কোনো অপরাধ তদন্তের বিষয়ে উপধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি, এই আইন ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধি বা সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

(৭) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অনুসন্ধান বা তদন্তকালে অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, উহা সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে এবং অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, তাহার পলাতক হইবার সম্ভাবনা আছে।

(৮) আনুষ্ঠানিক তদন্তের পূর্বে অনুসন্ধান পর্যায়ে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু, সংগৃহীত নমুনা বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে বিবেচনা ও ব্যবহার করা যাইবে।

(৯) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা কমিশনের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপিসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কমিশনের অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন এবং উক্তরূপ অনুমোদন প্রাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা

উক্ত তদন্ত রিপোর্ট, অনুমোদনপত্র এবং উক্ত প্রতিবেদনের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মূল কাগজপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিল করিবেন যাহার একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিবেন; এবং এইরূপ রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার অধীন প্রদত্ত পুলিশি প্রতিবেদন বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো দলিলপত্রের মূল কপি আদালতে দাখিল করা সম্ভব না হইলে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রতিবেদনের সহিত আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(১০) যদি এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানভুক্ত কোনো অপরাধের সহিত অন্য কোনো অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, পূর্ণাঙ্গ ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধও একই তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(১১) ধারা ৪৫ ও এই ধারার উদ্দেশ্য পুরণকল্পে পরিদর্শক, অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা, কোনো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, অন্য কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিবে।

৬৩। ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ।- (১) এই আইন, তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যে-কোনোঅপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন পরিদর্শকের রিপোর্টের ভিত্তিতে আদালতে সূচিত মামলা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে সূচিত মামলা বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৪। মামলা পরিচালনা।- (১) আদালতে কমিশনের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত নিজস্ব আইনজীবী ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর এবং দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার ক্ষেত্রে বিশেষ সরকারি কৌঁসুলী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) আইন পেশায় অথবা বিচার কাজে কমপক্ষে ৭ (সাত) বৎসরের অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কেহ এই ধারায় কমিশনের আইনজীবী হিসাব নিয়োগযোগ্য হইবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রীধারীদের ক্ষেত্রে কমিশন উক্ত অভিজ্ঞতার সময়সীমা শিথিল করিতে পারিবে।

(৪) কোনো মামলার কোনো পর্যায়ে যে-কোনোনিজস্ব আইনজীবী একবার বা একাধিকবার কমিশনের পক্ষে কাজ করিলে, পরবর্তীতে তিনি কমিশনে নিয়োজিত থাকুন বা না থাকুন, উক্ত মামলায় বা উক্ত মামলা হইতে উদ্ভুত কোনো আপীল বা রিভিশন বা রিভিউ মামলায় কমিশনের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন না।

(৫) উপধারা (৪) এর লংঘন The Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 (P. O. No. 46 of 1972) এর অনুচ্ছেদ ৩২ মোতাবেক অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কমিশন কর্তৃক নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগের শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং এইরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, এই বিষয়ে অনুসরণীয় নিয়মাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৭) আদালতে কোনো মামলা পরিচালনার সময় কমিশনের নিজস্ব আইনজীবীকে কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্মকর্তা সহায়তা করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা আদালতে হাজির থাকিয়া তাহার বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র পেশ করিতে পারিবেন।

৬৫। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বাজেয়াপ্তকরণ।— (১) এই আইন বা প্রবিধানের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে যে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি বা যান বা অন্য কোনো বস্তু বা দলিল, অতঃপর এই ধারায় মামলামাল বলিয়া উল্লিখিত, সম্পর্কে বা

সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে তাহা সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রকৃতি ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে কমিশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ আদালত প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালামাল এই উপধারার অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে কোনো মালামাল বাজেয়াপ্ত করা হইলে, কমিশন উক্ত বাজেয়াপ্তকরণ সম্পর্কে একটি নোটিশ ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং বহুল প্রচারিত দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করিবে; এই নোটিশ, প্রচারিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিন পর কমিশন, বাজেয়াপ্তকৃত মালামাল নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের দায়ে যে ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বাজেয়াপ্ত মালামালের মালিক, বন্ধক গ্রহীতা, লিয়েন হোল্ডার বা অন্যবিধ ক্ষমতায় কোনো স্বার্থ দাবী করিলে, তিনি বাজেয়াপ্তকরণের নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিচারাধীন আদালতের নিকট উপধারা (৬) এর অধীন আদেশ প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত, অতঃপর উক্ত দরখাস্ত বলিয়া উল্লিখিত, করিতে পারিবেন এবং উক্ত দরখাস্তের উপর শুনানীর জন্য উক্ত আদালত একটি তারিখ নির্ধারণ করিবে।

(৪) দরখাস্তকারী উক্ত দরখাস্ত আদালতে দাখিল করার সময় বা তৎপূর্বে কমিশনকে এবং বাজেয়াপ্ত মালামালে অন্য কোনো ব্যক্তি উপধারা (৩) এ উল্লিখিত কোনো স্বার্থ দাবী করিয়াছেন বলিয়া দরখাস্তকারীর জানা থাকিলে তাহাকে, উক্ত দরখাস্তের অনুলিপিসহ একটি নোটিশ দিবেন।

(৫) উক্ত দরখাস্ত সম্পর্কে দরখাস্তকারী, দাবী উত্থাপনকারী অন্যান্য ব্যক্তি এবং কমিশনকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদানের পর যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে-

(ক) যে অপরাধের কারণে উক্ত মালামাল বাজেয়াপ্ত হইয়াছে উহার সহিত উক্ত দরখাস্তকারী বা দাবী উত্থাপনকারীর অজ্ঞাতসারে বা তাহার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে; এবং

(খ) উক্ত দরখাস্তকারী বা দাবী উত্থাপনকারী উক্ত মালামালের ব্যাপারে এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, মালামালের অনুমোদিত দখলদার বা ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক কোনো অপরাধ সংঘটিত হইবে না মর্মে সন্তুষ্ট থাকার যুক্তিসংগত কারণ তাহার ছিল;

তাহা হইলে আদালত যে দরখাস্তকারী বা দাবী উত্থাপনকারী সম্পর্কে উক্তরূপে সন্তুষ্ট হয় তাহার স্বার্থের পরিধি এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তুলনায় তাহার স্বার্থের অগ্রগণ্যতা ঘোষণা করিতে পারিবে; এবং ইহা ছাড়াও উক্ত মালামাল এইরূপ স্বার্থবান ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য বা উক্ত মালামাল বিক্রি বা অন্যবিধভাবে নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে স্বার্থের অনুপাতে প্রত্যেক স্বার্থবান ব্যক্তিকে আদালতের বিবেচনায় উপযুক্ত অর্থ নিষ্পত্তি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হইতে পরিশোধ করার নির্দেশও দিতে পারিবে।

(৬) এই ধারার অধীনে কোনো মালামাল বাজেয়াপ্তকরণ বা নিষ্পত্তিকরণ বা এতদ্সংক্রান্ত কার্যধারায় উক্ত মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তি কোনো ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবে না বা অন্য কোনো আদালতে এইরূপ ক্ষতিপূরণের দাবী বা অন্য কোনো দাবী উত্থাপন করিতে পারিবেন না।

৬৬। আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন, ইত্যাদি। - (১) সরকার, কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রশাসনিক জরিমানা সংক্রান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক আপীলের উদ্দেশ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, একটি আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে।

(২) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারক এবং সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অপর দুইজন সদস্য সমন্বয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(৩) আপীল দায়ের এবং নিষ্পত্তির পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬৭। বার্তার অবৈধ প্রকাশ সম্পর্কে দেওয়ানী মামলা ও অন্যান্য প্রতিকার লাভের অধিকার।- (১) যদি কোনো ব্যক্তি যুক্তিসংগত কারণে বিশ্বাস করেন যে, তৎকর্তৃক প্রেরিত বা গৃহীত বার্তা অবৈধভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে বা হইবে, অথবা উহা ৫১(১) বা ৫২(১) ধারার বিধান লংঘনক্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহা হইলে তিনি উক্ত প্রকাশ বা অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করার জন্য দায়ী ব্যক্তির

নিকট হইতে তজ্জনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য, প্রকাশকারী বা অবৈধ ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন; এবং এইরূপ মামলায় আদালত নিষেধাজ্ঞা, ক্ষতিপূরণ বা উহার বিবেচনামত অন্য কোনো প্রতিকার প্রদান করিতে পারে।

(২) কোনো ব্যক্তি ইত:পূর্বে ৫১(১) বা ৫২(১) ধারার অধীন অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে এবং তাহার বিরুদ্ধে একই ঘটনার ভিত্তিতে এই ধারার উপধারা(১) এর অধীনে কোনো দেওয়ানী মামলা দায়ের হইলে এইরূপ দেওয়ানী কার্যধারায় অভিযোগকৃত বার্তার প্রকাশ বা উহার অবৈধ ব্যবহার প্রমাণের জন্য উক্ত অপরাধ সম্পর্কিত ফৌজদারী কার্যধারায় উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সত্যায়িত নকল উপস্থাপন করা যাইবে এবং অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে দোষী সাব্যস্তকরণের সিদ্ধান্ত উক্ত আদালতে প্রার্থিত প্রতিকারের ব্যাপারে পর্যাপ্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীন কোনো মামলা দায়েরের কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীনে দেওয়ানী মামলা দায়েরের কারণে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনো অধিকার প্রয়োগ বা অন্য, প্রতিকার লাভের অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়
তথ্য প্রবাহ

৬৮। কমিশনের নিকট হিসাব ও তথ্য সরবরাহ।- (১) কমিশন যে-কোনো পরিচালনকারীকে বা বিশেষ শ্রেণির পরিচালনকারীগণকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারে:-

(ক) এই আইনের বিধানাবলী পালন বা কমিশনের ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ব্যয় চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ হিসাব পদ্ধতি কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ তে বর্ণিত হিসাব সংক্রান্ত বিধানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে; এবং

(খ) এই আইনের বিধানাবলি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, কমিশনের নিকট নির্দিষ্ট সময়ান্তে দাখিলযোগ্য প্রতিবেদন আকারে বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরমে বা পদ্ধতিতে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি এবং কমিশনের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সরবরাহ।

(২) যুক্তিসংগত কারণে কমিশন যদি বিশ্বাস করে যে, এই আইন বাস্তবায়নের জন্য কোনো পরিচালনকারী বা অন্যান্য লাইসেন্সধারী, পারমিটধারী বা সনদের ধারক বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো তথ্য বা দলিল সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে উক্ত তথ্য সরবরাহের জন্য কমিশন উক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি এই নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে এমন কোনো দলিল বা উহার বিষয়বস্তু উপস্থাপনেরর জন্য কোনো ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাইবে না যাহা দেওয়ানী মামলার সূত্রে আদালতে উপস্থাপনে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য নহেন; উক্তরূপে বাধ্য না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণের দায়িত্ব বর্তাইবে উক্ত ব্যক্তির উপর।

৬৯। তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও গোপনীয় তথ্যাদি।- (১) উপধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কার্যাবলি সম্পাদনের সূত্রে কমিশনের গোচরীভূত সকল তথ্যই যাহাতে জনসাধারণ পরিদর্শন এবং উহার অনুলিপি সংগ্রহ করিতে পারে তাহা কমিশন নিশ্চিত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো তথ্যকে গোপনীয় বলিয়া কমিশন মনে করিলে উহার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা যাইবে।

(২) কমিশনার বা কমিশনের কোনো পরামর্শক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি সজ্ঞানে এমন কোনো গোপন তথ্য অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবেন না বা উহাকে প্রকাশিত হইতে দিবেন না যাহাতে উক্ত অন্য ব্যক্তি গোপন তথ্য ব্যবহার করিয়া লাভবান হন, বা উক্ত তথ্য যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট তাহার ক্ষতি হয়; এইরূপ গোপনীয় তথ্য প্রকাশ একটি অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- কমিশনার বা কমিশনের পরামর্শক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী ছিলেন এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এই উপধারা প্রযোজ্য হইবে।

(৩) কমিশন যদি উহার কোনো কার্য-ধারা চলাকালে কোনো তথ্য প্রাপ্ত হয় এবং কমিশন মনে করে যে, উক্ত তথ্য জনস্বার্থে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে উহাতে আপাতঃদৃষ্টে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্ত তথ্য প্রকাশ করা বা না কারার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং যথাযথ ক্ষেত্রে কমিশন নিজেই উহা প্রকাশ করিতে পারিবে বা উহা প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

৭০। গণশুনানী ও উহার পদ্ধতি।- (১) কোনো আবেদন বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, কমিশন যদি মনে করে যে, জনস্বার্থ রক্ষার জন্য উহার কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা প্রস্তাবিত প্রয়োগের বিষয়ে বা অন্য কোনো বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গণশুনানীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে গণশুনানীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন গণশুনানী অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কমিশন তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি গণশুনানী কমিটি, অতঃপর এই অধ্যায়ে কমিটি বলিয়া উল্লিখিত, গঠন করিতে পারে; কমিশনের চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান কমিটির সভাপতি এবং কমিশন কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো কমিশনার বা কর্মকর্তা কমিটির অপর দুইজন সদস্য হইবেন।

(৩) গণশুনানীর ব্যাপারে অনুসরণীয় পদ্ধতি প্রবিধানে বর্ণিত না থাকিলে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কমিটির বিবেচনামত যথাযথ পদ্ধতিতে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) কমিটি উহার সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ পাওয়ার জন্য কমিটি তদন্তাধীন বিষয়ে লিখিতভাবে নির্দিষ্ট সাক্ষ্য বা যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং যে বিষয়ে মৌখিক সাক্ষ্য বা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা যাইবে তাহাও নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৬) কমিটি যথাযথ বিবেচনা করিলে উহার সম্মুখে সাক্ষ্য বা কোনো তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত একজন এডভোকেট বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বা প্রতিনিধিকে উক্ত সাক্ষ্য বা তথ্য উপস্থাপনে বা সেই ব্যাপারে সহায়তা করার অনুমতি দিতে পারিবে।

(৭) গণশুনানীর কার্যধারা জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং উহাতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য ও অন্যান্য তথ্য এবং কমিটি কর্তৃক বিবেচিত ঘটনাবলি এবং গণশুনানীর কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করানোর জন্য কমিটির সভাপতি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৮) তলব করা হইয়াছে এইরূপ যে-কোনো ব্যক্তি, বা তলব না পাওয়া সত্তেও তদন্তাধীন বিষয়ে গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের কারণে যাহার স্বার্থক্ষুণ্ন বা প্রভাবিত হইতে পারে যা উক্ত বিষয় সম্পর্কে ওয়াকেবহাল আছেন এইরূপ যে-কোনো ব্যক্তি, নিজে বা তাহার ক্ষমতাপ্রদত্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে, কমিটির সম্মুখে হাজির হইয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিতে পারিবেন।

(৯) তদন্তকালে বা তদন্ত শেষে, কমিটি-

(ক) তদন্তাধীন বিষয় বা উহার অংশবিশেষ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কারণ উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত দিতে পারিবে;

(খ) তদন্তাধীন কোনো বিষয় বা উহার অংশবিশেষকে তুচ্ছ বা হয়রানিমূলক বা ভিত্তিহীন বা জনস্বার্থে তৎসম্পর্কে গণশুনানী চালাইয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই বা উহা কাম্য নহে বলিয়া মনে করিলে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বা উহার সংশ্লিষ্ট অংশকে তদন্ত হইতে বাদ দিতে বা তৎসম্পর্কে শুনানী হইতে বিরত থাকিতে পারিবে;

(গ) উহার বিবেচনাধীন, যে-কোনো বিষয়ের উপর ত্বরিত এবং ন্যায্য শুনানী অনুষ্ঠান এবং তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে সাধারণভাবে যে-কোনো নির্দেশ দিতে এবং অন্যবিধ যে-কোনো কাজ করিতে পারিবে।

(১০) উপধারা (৯)(ক) এর অধীনে প্রদত্ত প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত বা উহার সারাংশ অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে এবং গণশুনানীতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক আগ্রহী পক্ষকে প্রতিটি নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের অনুলিপি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করিতে হইবে।

৭১। গণশুনানীতে সাক্ষ্য প্রদান এবং সাক্ষী তলব।- (১) দেওয়ানী আদালতে কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে তলব বা তাহার সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) অনুযায়ী উক্ত আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, গণশুনানীতে কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদানকারী বা বক্তব্য উপস্থাপনকারী সকল ব্যক্তি কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কমিটিও সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত Code -এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(২) ধারা ৭০ এর অধীন অনুষ্ঠিত তদন্তের কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানে বা দলিল উপস্থাপনে সক্ষম বলিয়া মনে করিলে কমিটি গণশুনানীতে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারির মাধ্যমে তাহাকে তলব করিতে এবং তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে, গণশুনানীতে হাজির হওয়ার জন্য তলবকৃত ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত খরচও প্রদান করা যাইবে।

(৩) গণশুনানীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তলবকৃত ব্যক্তি-
(ক) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে, তাহার নোটিশে উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে;

(খ) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে, কমিটির কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করিলে বা উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য বা বিবৃতি দিলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তাধীন কোনো বিষয়ের তথ্য গোপন করিলে, বা

(গ) তাহার দখলে থাকা কোনো দলিল বা তথ্য কমিটির তলব মোতাবেক উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করিলে বা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে উপস্থাপনে ব্যর্থ হইলে; তিনি কমিটির সিদ্ধান্ত উপক্ষো করার কারণে আদালত অবমাননার অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী হইবেন, এবং তদনুসারে দন্ডনীয় হইবেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি উপধারা (৩) এ উল্লিখিত কোনো অপরাধ করিয়াছেন মর্মে কমিটি মনে করিলে কমিটি উহার সভাপতির দস্তখতে তন্মর্মে একটি প্রতিবেদন হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৫) উপধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত অবমাননার অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি কর্তৃক দস্তখতকৃত বলিয়া আপাতঃদৃষ্টে বিবেচিত (Purported) প্রতিবেদনটি উক্ত কার্যধারায়-

(ক) সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, উহা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না; এবং

(খ) উহাতে বিধৃত ঘটনাবলী এবং তৎসম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্দেশক প্রাথমিক (Prima Facie) সাক্ষ্য হইবে।

(৬) Contempt of Courts Act, 1926 (XII of 1926) এর অধীন আদালত অবমাননার বিচার যে পদ্ধতিতে হয় এবং উহার জন্য যে দন্ডআরোপ করা যায় সেই পদ্ধতিতে উপধারা (৩) এ উল্লিখিত অবমাননার বিচার হাইকোর্ট বিভাগে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উপরোক্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর উক্ত Act এ উল্লিখিত দন্ডআরোপ করা যাইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিবিধ

৭২। জনসেবক।- কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনার, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, পরামর্শক এবং কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগের বা দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কমিশনের নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি Penal Code (Act XLV of 1860) এর Section 21 এ বর্ণিত অর্থে Public Servant বা জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭৩। দায় মুক্তি।– (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধান বা প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের জন্য বা উহার অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত বলিয়া আপাতঃদৃষ্টে বিবেচনা করা যায় এমন কিছুর কারণে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি মন্ত্রী বা সরকারের কোনো কর্মচারী অথবা কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো কমিশনার বা কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা পরামর্শকের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারিবেন না।

(২) লাইসেন্সধারীর কোনো কাজ বা কাজ হইতে বিরত থাকার ফলে সৃষ্ট কোনো ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য সরকার বা কমিশন দায়ী থাকিবে না।

(৩) এই আইনের অধীনে সরকার বা কমিশন কর্তৃক গৃহীত কোনো কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার থাকিবে না।

৭৪। বেতার যন্ত্রপাতি, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি অধিগ্রহণ।- (১) সরকার জনস্বার্থে কোনো বেতার যন্ত্রপাতি, বা উহা ব্যবহারের স্থান, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উহাদিগকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু দখলে নিয়া যে-কোনোমেয়াদে উক্ত দখল অব্যাহত রাখিতে এবং উক্ত মেয়াদে যন্ত্রপাতি বা ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারীকে ও তাহার কর্মচারীগণকে সার্বক্ষণিকভাবে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োজিত রাখিতে পারিবে।

(২) উপধারা(১) এর অধীন দখল গৃহীত বেতার যন্ত্রপাতি বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মালিক বা নিয়ন্ত্রক তাহার দখল সরকারের অনুকূলে পরিত্যাগ করিবেন এবং উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত পরিচালনকারী ও কর্মচারীগণ বিশ্বস্ততা ও যথাযথ যত্নসহকারে সরকারের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশমত কাজ করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তার নির্দেশিত সংকেত, কল, বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীনে সরকার কর্তৃক দখল গৃহীত বেতার যন্ত্রপাতি বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মালিক বা নিয়ন্ত্রককে সরকার যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিবে, এবং প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে উভয়পক্ষ এক মত না হইলে সরকার বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আদালতে প্রেরণ করিবে এবং জেলাজজ নিজে বা তাহার অধীনস্থ কোনো অতিরিক্ত জেলা জজ দ্বারা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বিচারক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং বিধির অবর্তমানে তাহার বিবেচনামত উপযুক্ত যে-কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন এবং এতদবিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৭৫। জরুরি পরিস্থিতিতে সরকারের অগ্রাধিকার।- (১) যুদ্ধ চলাকালে কোনো বিদেশী শক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করিলে বা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা নৈরাজ্য দেখা দিলে বা অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বা অন্যান্য জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন দেখা দিলে, যে-কোনো বেতার যন্ত্রপাতি বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো পরিচালনকারী বা অন্য যে-কোনো ব্যবহারকারীর তুলনায় সরকারের অগ্রাধিকার থাকিবে।

(২) এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিলে অথবা সরকারের বিবেচনায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জন শৃঙ্খলার স্বার্থে সরকার এই আইনের অধীন প্রদত্ত বা ইস্যুকৃত সকল বা যে-কোনো সনদ, আদেশ বা লাইসেন্সের কার্যকারিতা অথবা যে-কোনো পরিচালনকারী কর্তৃক প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নির্ধারিত সময়ের জন্য স্থগিত বা সংশোধন করিতে পারিবে।

৭৬। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে বিশেষ বিধান।- (১) এই আইন বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে যে-কোনো টেলিযোগাযোগ সেবা ব্যবহারকারীর প্রেরিত বার্তা ও কথোপকথন প্রতিহত, রেকর্ড ধারণ বা তৎসম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সরকার সময় সময় নির্ধারিত সময়ের জন্য গোয়েন্দা সংস্থা, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা বা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থার কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং পরিচালনাকারী উক্ত নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "সরকার" বলিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এই ধারার বিধান প্রয়োগযোগ্য হইবে।

৭৭। সাক্ষ্যমূল্য।- সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ১নং আইন) বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, ধারা ৭৬ এর অধীন সংগৃহীত কোনো তথ্য বিচার কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

৭৮। ধারা ৭৬ এর বিধান লঙ্ঘনের দন্ড।- ধারা ৭৬ মোতাবেক গোয়েন্দা সংস্থা, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া কোনো আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিলে এবং উক্ত আদেশ যদি কোনো ব্যক্তি লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি-

(ক) প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অনধিক তিন মাসের কারাদণ্ডবা পাঁচ লক্ষ টাকা হইতে দশ লক্ষ টাকার যে-কোনো পরিমাণের অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উক্ত অর্থ দণ্ড অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ডে দন্ডিত হইবেন;

(খ) দ্বিতীয়বার অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা দশ লক্ষ টাকা হইতে বিশ লক্ষ টাকার যে-কোনো পরিমাণের অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উক্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দন্ডিত হইবেন;

(গ) তৃতীয়বার এবং পরবর্তী প্রতিবার অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তিন বছরের কারাদণ্ড বা পঁচিশ লক্ষ টাকা হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার যে-কোনো পরিমাণের অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উক্ত অর্থ দণ্ড অনাদায়ে এক বছরের কারাদণ্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং আদালত যথার্থ বিবেচনা করিলে উক্ত ব্যক্তির নামীয় লাইসেন্স বাতিলের জন্য কমিশনকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

৭৯। বিধি প্রণয়নে সরকারের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮০। প্রবিধান প্রণয়নে কমিশনের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও সরকার প্রণীত বিধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) প্রবিধান সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কমিশন উক্ত প্রবিধানের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে এবং মন্ত্রণালয় উক্ত প্রবিধান এই আইন ও বিধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং কমিশন তদনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮১। জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।- কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে এই আইনের বিধানে অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ কমিশনের করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতে পারিবে।

৮২। আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ।- এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে। তবে এই আইন ও উক্ত পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে এই বাংলা পাঠ কার্যকর হইবে।

৮৩। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০৬, ২০১০) (২০০১ সালের ১৮ নং আইন, ২০০৬ সালের ৭ নং আইন ও ২০১০ সালের ৪১ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল;

(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত আইনের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে;

(৩) উপধারা (১) এ উল্লিখিত রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীনে কোনো কার্যধারা সূচিত হইয়া নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকিলে তাহা উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই আইন জারি করা হয় নাই, এবং অতঃপর প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে উহা যতদূর সম্ভব এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

DRAFT